# মোবাইল কোর্ট নির্দেশিকা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# মোবাইল কোর্ট নির্দেশিকা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.cabinet.gov.bd

# মুখবন্ধ

জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা জনপ্রশাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য পূরণে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত মোবাইল কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ একটি পদ্ধতিগত (procedural) আইন। অপরাধ সংঘটনস্থলে তাৎক্ষণিকভাবে জনসমক্ষে অপরাধ আমলে গ্রহণ ও দণ্ডারোপের সীমিত ক্ষমতা ভ্রাম্যমাণ আদালত কর্তৃক পরিচালিত হয় বিধায় এটি একটি প্রায়োগিক বিচারপ্রক্রিয়া। ফলে এ বিচারপ্রক্রিয়া প্রয়োগসিদ্ধ উপায়ে এবং নির্ভুলভাবে পরিচালনার জন্য ব্যাখ্যা-সংবলিত একটি নির্দেশিকার প্রয়োজনীয়তা মাঠপ্রশাসন থেকে অনুভূত হচ্ছে।

এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক মোবাইল কোর্ট নির্দেশিকা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রাক্তন অতিরিক্ত সচিব জনাব মরতুজা আহমদের নেতৃত্বে এবং জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগের প্রাক্তন যুগ্মসচিব জনাব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত, যুগ্মসচিব (জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি) জনাব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী, যুগ্মসচিব (আইন) শেখ মোহাম্মদ শামীম ইকবাল, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব আ, ন, ম, কুদরত-ই-খুদা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপসচিব জনাব জনেন্দ্র নাথ সরকার এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল আলম ও সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব হোসেন আহমেদ সমন্বয়ে গঠিত কমিটি এ নির্দেশিকার খসড়া প্রণয়ন করে। এছাড়া এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ এবং মাঠপ্রশাসনে নিয়োজিত বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের অন্যান্য অভিজ্ঞ কর্মকর্তার মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। নির্দেশিকাটির সম্পাদনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নবনিযুক্ত অতিরিক্ত সচিব খন্দকার মোঃ ইফতেখার হায়দার এবং যুগ্মসচিব (জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি) জনাব এম বজলুল করিম চৌধুরী যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন।

নির্দেশিকাটিতে মোবাইল কোর্ট আইনের ব্যবহারিক দিকগুলিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলি বিবেচনায় নিয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পদ্ধতি, অভিযোগ আমলে গ্রহণ, অভিযোগ গঠন, দন্ডারোপের পদ্ধতি, তল্লাশি, জব্দ তালিকা প্রস্তুতকরণ, আপীল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এছাড়া, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রায়োগিক দিকসমূহ আরও নির্ভুল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার স্বার্থে এ নির্দেশিকায় আদেশপত্রের কয়েকটি নমুনাও দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশিকাটি অনুসরণের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজের পদ্ধতিগত শুদ্ধতা এবং দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস। মোবাইল কোর্ট নির্দেশিকার কোন ভাষ্য বিদ্যমান আইন বা বিধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক প্রতীয়মান হলে সেক্ষেত্রে আইন বা বিধি প্রাধান্য পাবে। এ নির্দেশিকার পরিমার্জন ও পরিবর্ধন সম্পর্কে যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

এ প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এ প্রচেষ্টা দেশে সুশাসন সংহতকরণে সহায়ক হবে।

**মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা**
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

# সূচিপত্র


| | বিষয় | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| অধ্যায়-১ | **ম্যাজিস্ট্রেটের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও নিয়োগ** | ১-৩ |
| | ১) ভূমিকা | ১ |
| | ২) ম্যাজিস্ট্রেটের সংজ্ঞা | ২ |
| | ৩) ম্যাজিস্ট্রেটের প্রকারভেদ | ২ |
| | ৪) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ | ২ |
| অধ্যায়-২ | **মোবাইল কোর্ট আইন প্রণয়নের লক্ষ্য, আইনের শিরোনাম, সংজ্ঞা, আইনের প্রাধান্য, মোবাইল কোর্টের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য** | ৪-৬ |
| | ১) আইন প্রণয়নের লক্ষ্য | ৪ |
| | ২) আইনের শিরোনাম | ৪ |
| | ৩) সংজ্ঞা | ৪ |
| | ৪) আইনের প্রাধান্য | ৫ |
| | ৫) মোবাইল কোর্টের সংজ্ঞা | ৫ |
| | ৬) মোবাইল কোর্টের উদ্দেশ্য | ৬ |
| অধ্যায়-৩ | **মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ** | ৭-৮ |
| | ১) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ | ৭ |
| | ২) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা | ৮ |
| অধ্যায়-৪ | **অভিযোগ আমলে গ্রহণ, ঘটনাস্থল, অপরাধ সংঘটন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রভৃতি** | ৯-১৪ |
| | ১) মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা | ৯ |
| | ২) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযোগ আমলে গ্রহণ | ১০ |
| | ৩) ফৌজদারি কার্যবিধির ২য় তফসিলের অন্যান্য আইন বিরোধী অপরাধ ও শাস্তি | ১১ |
| | ৪) ঘটনাস্থল | ১২ |
| | ৫) অপরাধ সংঘটন বা উদ্‌ঘাটন | ১২ |
| | ৬) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা | ১৩ |
| অধ্যায়-৫ | **মোবাইল কোর্ট পরিচালনা পদ্ধতি** | ১৫-২০ |
| | ১) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা পদ্ধতি | ১৫ |

| | বিষয় | পৃষ্ঠা নম্বর |
|---|---|---|
| | ২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পদক্ষেপ | ১৮ |
| **অধ্যায়-৬** | **দন্ড আরোপের পদ্ধতি ও দোবারা বিচার** | ২১-২৯ |
| | ১) দণ্ডারোপের পদ্ধতি | ২১ |
| | ২) দোবারা বিচার ও শাস্তি সংক্রান্ত বিধান | ২৮ |
| **অধ্যায়-৭** | **মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা, তল্লাশি ও জব্দ তালিকা** | ৩০-৩৩ |
| | ১) মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা প্রদান | ৩০ |
| | ২) তল্লাশিকরণ ও জব্দ তালিকা প্রস্তুতকরণ | ৩১ |
| **অধ্যায়-৮** | **আপীল সংক্রান্ত** | ৩৪-৩৬ |
| **অধ্যায়-৯** | **সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যরক্ষণ, তফসিল সংশোধন, বিধি প্রণয়ন প্রভৃতি** | ৩৭-৩৮ |
| | ১) সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ | ৩৭ |
| | ২) তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা | ৩৮ |
| | ৩) বিধি প্রণয়ন | ৩৮ |
| | ৪) মোবাইল কোর্ট আইন রহিতকরণ ও হেফাজত | ৩৮ |
| **অধ্যায়-১০** | **মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে করণীয় ও বর্জনীয়** | ৩৯-৪০ |
| **অধ্যায়-১১** | **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত আইনসমূহ** | ৪১-৪৫ |
| **অধ্যায়-১২** | **আদেশপত্রের নমুনা ও নমুনা ফর্ম** | ৪৬-৬০ |
| | ১) পরিশিষ্ট-ক (ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ অনুযায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ ছক) | ৪৬ |
| | ২) শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে আদেশপত্রের নমুনা | ৪৭ |
| | ৩) অভিযোগ গঠনের পর অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে আদেশপত্রের নমুনা | ৪৯ |
| | ৪) অভিযোগ স্বীকার না করার ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে বিচারার্থে প্রেরণের ক্ষেত্রে আদেশপত্রের নমুনা | ৫১ |
| | ৫) অধিকতর শাস্তির জন্য মামলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে প্রেরণের ক্ষেত্রে আদেশপত্রের নমুনা | ৫৩ |
| | ৬) এজাহার হিসাবে গণ্য করার জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আদেশপত্রের নমুনা | ৫৫ |
| | ৭) অভিযোগ গঠনের নমুনা ফর্ম | ৫৭ |
| | ৮) জব্দ তালিকার নমুনা ফর্ম | ৫৮ |
| | ৯) জিম্মানামা নমুনা ফর্ম | ৫৯ |
| | ১০) সাজা পরোয়ানার নমুনা ফর্ম | ৬০ |

# মোবাইল কোর্ট নির্দেশিকা

# অধ্যায়-১

## ম্যাজিস্ট্রেটের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও নিয়োগ

**ভূমিকাঃ**

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন এবং জননিরাপত্তা বিধানকল্পে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে নিয়ে দন্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতাসহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার লক্ষ্যে ২০০৭ সালে প্রথম মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সালের ৩১ নম্বর অধ্যাদেশ) প্রণীত হয়। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে অধ্যাদেশটি গৃহীত না হওয়ায় পরবর্তীতে একই উদ্দেশ্যে মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৯ (২০০৯ সালের ০৬ নম্বর অধ্যাদেশ) প্রণীত হয়। পরবর্তীতে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নম্বর আইন) প্রণীত হয় এবং মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৯ বাতিল করা হয়। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট আইন প্রণয়নের পর থেকে এর তফসিলভুক্ত বিভিন্ন আইন প্রয়োগ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছেন। যৌন হয়রানি (eve-teasing) প্রতিরোধ, পরিবেশ রক্ষা ও ভেজাল বিরোধী অভিযানে মোবাইল কোর্টের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রণীত হলেও এ আইনটি নিয়ে এ যাবৎ ব্যাখ্যামূলক কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাছাড়া, বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত অপেক্ষাকৃত নবীন কর্মকর্তাগণ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছেন। এজন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রমকে আরও প্রয়োগসিদ্ধ, দক্ষ, নির্ভুল ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে একটি তাৎক্ষণিক বরাত-সূত্র (ready reference) হিসেবে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের আব্যশকতা দীর্ঘদিন থেকে অনুভূত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে মোবাইল কোর্ট নির্দেশিকাটি প্রণয়ন করা হল।

নির্দেশিকাটিতে মোট ১২টি অধ্যায় রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে কয়েকটি ভাগ রয়েছে। অধ্যায়-১-এ ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক ধারণা এবং অধ্যায়-২ থেকে অধ্যায়-১০-এর প্রতিটি অংশে প্রথমে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারাটি উল্লেখ করে বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপের প্রয়োজনীয় উপাদান এবং ধারাগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করা হয়েছে। অধ্যায়-১১-তে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত আইনগুলির একটি তালিকা এবং অধ্যায়-১২-তে আদেশপত্রের কয়েকটি নমুনা ও অভিযোগপত্র, সাজা পরোয়ানা, জব্দ তালিকা এবং জিম্মানামার নমুনা ফর্ম সন্নিবেশ করা হয়েছে।

**ম্যাজিস্ট্রেটের সংজ্ঞাঃ**

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। এজন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সংজ্ঞা দেওয়া নেই। অধিকন্তু, The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) (ফৌজদারি কার্যবিধি)-তেও Magistrate-এর কোন সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। তবে, General Clauses Act, 1897- এর ২(৩১) ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

*(31) "Magistrate" shall include every person exercising all or any of the powers of a Magistrate under the Code of Criminal Procedure for the time being in force.*

**ম্যাজিস্ট্রেটের প্রকারভেদঃ**

*The Code of Criminal Procedure, 1898-এর ৬(২) ধারা অনুযায়ী দুই শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে। যথাঃ*

*(a) Judicial Magistrate; এবং*
*(b) Executive Magistrate.*

*The Code of Criminal Procedure, 1898-এর ৬(৩) ধারা অনুযায়ী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবার চার শ্রেণীর। যথাঃ*

*(a) Chief Metropolitan Magistrate in Metropolitan Area and Chief Judicial Magistrate to other areas;*

*(b) Magistrate of the first class, who shall in Metropolitan Area, be known as Metropolitan Magistrate;*

*(c) Magistrate of the second class; and*

*(d) Magistrate of the third class.*

**Executive Magistrate নিয়োগঃ**

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। এজন্য কোন্ আইন বলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা সমীচীন। ফৌজদারি কার্যবিধির ১০ ধারানুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। নিম্নে ধারাটি উল্লেখ করা হলঃ

***10. Executive Magistrates.—*** *(1) In every district and in every Metropolitan Area, the Government shall appoint as many persons as it thinks fit to be Executive Magistrates and shall appoint one of them to be the District Magistrate.*

*(2) The Government may also appoint any Executive Magistrate to be an Additional District Magistrate, and such Additional District Magistrate shall have all or any of the powers of a District Magistrate under this Code or under any other law for the time being in force, as the Government may direct.*

*(3) Whenever in consequence of the office of a District Magistrate becoming vacant, any officer succeeds temporarily to the chief executive in the administration of the district, such officer shall, pending the orders of the Government, exercise all the powers and perform all the duties respectively conferred and imposed by this Code on the District Magistrate.*

*(4) The Government may, or subject to the control of the Government, the District Magistrate may, from time to time, by order define local areas within which the Executive Magistrate may exercise all or any of the powers with which they may be invested under this Code and, except as otherwise provided by such definition, the jurisdiction and powers of every such Executive Magistrate shall extend throughout the district*.

*(5) The Government may, if it thinks expedient or necessary, appoint any persons employed in the Bangladesh Civil Service (Administration) to be an Executive Magistrate and confer the powers of an Executive Magistrate on any such member.*

*(6) Subject to the definition of the local areas under sub-section (4) all persons appointed as Assistant Commissioners, Additional Deputy Commissioners or Upazila Nirbahi officer in any District or Upazila shall be Executive Magistrates and may exercise the power of Executive Magistrate within their existing respective local areas.*

*(7) Nothing in this section shall preclude the Govenrmnent from conferring, under any law for the time in force, on a Commissioner of Police, all or any of the powers of an executive Magistrate in relation to a Metropolitan area.*

# অধ্যায়-২

# মোবাইল কোর্ট আইন প্রণয়নের লক্ষ্য, আইনের শিরোনাম, সংজ্ঞা, আইনের প্রাধান্য, মোবাইল কোর্টের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

**আইন প্রণয়নের লক্ষ্যঃ**

প্রত্যেকটি আইন প্রণয়নের নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য থাকে। তেমনিভাবে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রণয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। উক্ত আইনের প্রথমেই এটি প্রণয়নের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

*যেহেতু জনস্বার্থে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও অধিকতর দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে গ্রহণ করিয়া দণ্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া মোবাইল কোর্ট পরিচালনার লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;*

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

**আইনের শিরোনামঃ**

কোন আইনকে সুনির্দিষ্টভাবে চেনার জন্য এর একটি শিরোনাম থাকে। তেমনি এর কার্যকারিতা সম্পর্কেও উক্ত আইনে উল্লেখ থাকে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ১ ধারায় এ আইনের শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। ধারাটি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

*১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ**।- (১) এই আইন মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।*

*(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।*

*(৩) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।*

**সংজ্ঞাঃ**

কিছু শব্দের আইনগত ধারণা স্পষ্টীকরণের সুবিধার্থে উক্ত শব্দগুলি দ্বারা কি অর্থ বুঝানো হয়েছে তা মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ২ ধারায় সংজ্ঞার মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে ধারা-২ উল্লেখ করা হলঃ

*২। **সংজ্ঞা**। – বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-*

*(১) **"অতিরিক্ত দায়রা জজ"** অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত অতিরিক্ত দায়রা জজ; এবং মেট্রোপলিটন এলাকার অতিরিক্ত দায়রা জজও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;*

*(২) **"এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট"** অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট;*

(৩) ***"জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট"*** *অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট;*

(৪) ***"ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট"*** *অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট; এবং অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;*

(৫) ***"তফসিল"*** *অর্থ এই আইনের তফসিল;*

(৬) ***"দায়রা জজ"*** *অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত দায়রা জজ; এবং মেট্রোপলিটন এলাকার দায়রা জজও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;*

(৭) ***"ফৌজদারী কার্যবিধি"*** *অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);*

(৮) ***"মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট"*** *অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধিতে উল্লিখিত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট;*

(৯) ***"মেট্রোপলিটন এলাকা"*** *অর্থ কোন আইনের অধীন ঘোষিত মেট্রোপলিটন এলাকা;*

(১০) ***"মোবাইল কোর্ট"*** *অর্থ ধারা ৪ এ উল্লিখিত মোবাইল কোর্ট।*

**আইনের প্রাধান্য:**

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ একটি পদ্ধতিমূলক (procedural) গত আইন। এই আইনের কোন কোন ধারা বা উপধারার সঙ্গে অন্য কোন আইনের ধারা বা উপধারা সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হতে পারে। বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য এবং অন্যান্য আইনের তুলনায় এ আইনকে প্রাধান্য দেওয়ার  জন্য এর ৩ ধারায় বলা হয়েছে যে,

*৩। **আইনের প্রাধান্য**।-আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।*

**মোবাইল কোর্টের সংজ্ঞাঃ**

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ২(১০) ধারায় মোবাইল কোর্টের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। তবে, উক্ত আইনের ৪ ধারায় বিস্তারিতভাবে এর সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

*৪। **মোবাইল কোর্ট**।- আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিবার স্বার্থে আবশ্যক ক্ষেত্রে কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে গ্রহণ করিয়া দণ্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে কিংবা যে কোন জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় ভ্রাম্যমান কার্যক্রম পরিচালিত হইবে যাহা "মোবাইল কোর্ট" নামে অভিহিত হইবে।*

## ৪ ধারার ব্যাখ্যা

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৪ ধারা অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করার লক্ষ্যে আবশ্যক ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত কতিপয় অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে আমলে গ্রহণ করে দন্ড আরোপের সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সমগ্র দেশে কিংবা যে কোন জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত আদালতকে মোবাইল কোর্ট বুঝাবে।

**মোবাইল কোর্টের উদ্দেশ্যঃ**

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর লক্ষ্য এবং এই আইনের ৪ ধারা বিশ্লেষণ করলে মোবাইল কোর্টের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ প্রতিভাত হয়ঃ

১. ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিকভাবে অপরাধ আমলে নিয়ে ও দণ্ড আরোপ করে জননিরাপত্তা বিধান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা;
২. সামাজিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণ;
৩. কার্যকরভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে অপরাধ প্রতিরোধ করা;
৪. জনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা;
৫. জনসমক্ষে দন্ড আরোপের মাধ্যমে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।

# অধ্যায়-৩

## মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ

সরকার/ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত বিধান মোবাইল কোর্ট আইনের ৫ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত বিধান নিম্নরুপ-

*৫। **মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ।**- সরকার সমগ্র দেশে কিংবা যে কোন জেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকায় যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাহার আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।*

### ৫ ধারার ব্যাখ্যা

এই আইনের অধীনে দু'ভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করা যায়। নিম্নে ক্ষমতা অর্পণ পদ্ধতি উল্লেখ করা হলঃ

**(১) সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণঃ**

সরকার সমগ্র দেশে যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অনুকূলে মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা অর্পণ করতে পারে। সাধারণত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধিক্ষেত্রের বাইরে সরকার কর্তৃক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুকূলে মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বা তাদের আওতাধীন কোন সংস্থা বা মাঠ পর্যায়ে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধিক্ষেত্র-বহির্ভূত কোন কর্মকর্তার অনুকূলে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ মোতাবেক এ আইনের তফসিলভুক্ত কোন আইনের ক্ষমতা অর্পণের প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ফর্ম **(পরিশিষ্ট-ক )** অনুযায়ী জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সংস্থার চাহিদাপত্র এবং নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে তা প্রেরণ করে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত আইন/ আইনসমূহ, নির্দিষ্ট অধিক্ষেত্র ও দায়িত্বের মেয়াদ উল্লেখপূর্বক বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুকূলে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৫ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতার্পণের সম্মতি প্রদান করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে থাকে। অতঃপর বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারভুক্ত সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুকূলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ক্ষমতা অর্পণ করে।

**(২) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণঃ**

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৫ ধারা অনুযায়ী ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে নিয়োগকৃত যে কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুকূলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ দ্বারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা অর্পণ করেন।

(৩) কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সততা ও দক্ষতার সঙ্গে এবং প্রয়োগসিদ্ধভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ব্যর্থ হলে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১ ধারা অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুকূলে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করা যায়। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১ ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

***41. Withdrawal of powers.*** *- (1)The Government may withdraw all or any of the powers conferred under this Code on any person by it or by any officer subordinate to it:*

*Provided that where the conferring of a power is, under this code, required to be made in consultation with the High Court Division, the withdrawal thereof shall be made in consultation with that Court.*

*(2) Any powers conferred by the Chief Judicial Magistrate or the District Magistrate may be withdrawn by the chief Judicial Magistrate or the District Magistrate respectively.*

**ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কতৃর্ক মোবাইল কোর্ট পরিচালনাঃ**

ফৌজদারি কার্যবিধির ১০(১) ধারা অনুযায়ী সরকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়োগদান করে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ১১ ধারা অনুযায়ী তিনি তাঁর আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে দণ্ড আরোপ করতে পারেন। এ সংক্রান্ত বিধানটি নিম্নরুপঃ

***১১। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ।*** *- ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটগণের তাহাদের স্ব স্ব আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া দণ্ড আরোপের ক্ষমতা থাকিবে।*

## অধ্যায়-৪

# অভিযোগ আমলে গ্রহণ, ঘটনাস্থল, অপরাধ সংঘটন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রভৃতি

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযোগ আমলে নেওয়ার প্রক্রিয়া, অভিযোগটি বিচার করার ক্ষমতা এবং ক্ষমতা না থাকলে সেক্ষেত্রে কী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, সে সম্পর্কে মোবাইল কোর্ট আইনের ৬ ধারায় বিশদ বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে ধারাটি তুলে ধরা হলঃ

*৬। **মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা**।- (১) ধারা ৫ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ধারা ১১ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আইন শৃংখলা রক্ষা ও অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করিবার সময় তফসিলে বর্ণিত আইনের অধীন কোন অপরাধ, যাহা কেবল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য, তাহার সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকিলে তিনি উক্ত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলেই আমলে গ্রহণ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে, দোষী সাব্যস্ত করিয়া, এই আইনের নির্ধারিত দন্ড আরোপ করিতে পারিবেন।*

*(২) তফসিলে বর্ণিত কোন আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধি বা আদেশের অধীন কোন অপরাধ উক্ত আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।*

*(৩) তফসিলে বর্ণিত কোন আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন্‌ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হইবে তাহা উক্ত আইনে নির্ধারণ করা না থাকিলে, ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৯ এর সংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় তফসিলের অষ্টম কলাম অনুযায়ী নির্ধারিত আদালত কর্তৃক উক্ত অপরাধ বিচার্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি অনুরূপ কোন অপরাধ বিচার করিবার এখতিয়ার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের না থাকে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ, তফসিলে বর্ণিত আইনের অধীন অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও, এই আইনের অধীন আমলে গ্রহণ করিয়া দন্ড আরোপ করিবার এখতিয়ার এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের থাকিবে না।*

*(৪) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার সময় যদি অনুরূপ কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এইরূপ মনে হয় যে, অপরাধ স্বীকারকারী ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট অপরাধ এমন গুরুতর যে, এই আইনের অধীন নির্ধারিত দন্ড আরোপ করা হইলে উহা যথোপযুক্ত দন্ডারোপ হইবে না, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে দন্ড আরোপ না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়েরের ব্যবস্থা করিবেন।*

*(৫) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার সময় যদি এইরূপ কোন অপরাধ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত হয়, যাহা সেশন আদালত কিংবা অন্য কোন উচ্চতর বা বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য, তাহা হইলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ এজাহার হিসাবে গণ্য করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবেন।*

**৬ ধারার ব্যাখ্যা**

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল ধারা ৬। এ ধারাটির অনেকগুলি দিক রয়েছে এবং প্রত্যেকটি দিকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। নিম্নে এ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলঃ

**এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযোগ আমলে গ্রহণঃ**

(১) সাধারণভাবে অপরাধ আমলে গ্রহণ অর্থ হল কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ বিচার করার জন্য বিচারকের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৬(১) ধারা অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে নেওয়ার বিধান রয়েছে। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণ করার সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

(ক) সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কিনা;

(খ) সংশ্লিষ্ট অপরাধ/ অভিযোগটির ঘটনাস্থল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের অধিক্ষেত্রভুক্ত কিনা;

(গ) সংশ্লিষ্ট অপরাধ/ অভিযোগটি মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত কোন আইন, আইনের অধীন প্রণীত বিধি , প্রবিধি বা আদেশের অধীন কোন অপরাধ কিনা;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট অপরাধ/ অভিযোগটি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য কিনা;

(ঙ) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত কোন আইনের অপরাধে সরাসরি জড়িত কোন ব্যক্তি অথবা তাকে অপরাধে সহায়তাকারী কোন ব্যক্তি মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত রয়েছে এমন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোন অপরাধ আমলে নেওয়ার সুযোগ নাই বিধায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে আসামী উপস্থিত রয়েছে কি না;

(চ) সংশ্লিষ্ট অপরাধটি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে কিনা;

(ছ) সংশ্লিষ্ট অপরাধ/ অভিযোগটি ফৌজদারি কার্যবিধির ২৯ ধারায় উল্লিখিত ২য় তফসিলের Offences against other laws –এর অষ্টম কলাম অনুযায়ী মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা ১ম, ২য়, ৩য় শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য কিনা, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিম্নে ফৌজদারি কার্যবিধির ২৯ ধারার বিধান উল্লেখ করা হলঃ

***29. Offences under other laws.*** *- (1) Subject to the other provisions of this Code, any offence under any other law shall, when any Court is mentioned in this behalf in such law, be tried by such Court.*

*(2) When no Court is so mentioned, it may be tried subject as aforesaid by, any Court constituted under this Code by which such offence is shown in the eighth column of the second schedule to be triable.*

## Offences against other laws:

ফৌজদারি কার্যবিধির ২য় তফসিলের CHAPTER XXIII-এর Offences against other laws-এ উল্লিখিত অন্যান্য আইন লংঘনের অপরাধ এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধসমূহ কোন্ কোন্ আদালত কর্তৃক বিচার্য তা নিম্নে উল্লেখ করা হল :

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section. | Offence. | Whether the police may arrest without warrant or not. | Whether a warrant or summons shall ordinarily issue in the first instance. | Whether bailable or not. | Whether compoundable or not. | Punishment under the Penal Code | By what court triable. |
| | If punishable with death, transportation or imprisonment for more then five years. | May arrest without warrant. | Warrant. | Not bailable. | Not compoundable. | ........ | Court of Sessions. |
| | If punishable with imprisonment for not less than two years and not more than five years. | Ditto--- | Ditto--- | Ditto. Except in cases under the Arms Act, 1878, section 19, which shall be bailable. | Ditto.... | ....... | Metropolitan Magistrate or Magistrate of the first class or second class. |
| | If punishable with imprisonment for less than two years or with fine only. | Shall not arrest without warrant. | Summons. | Bailable. | Ditto..... | ....... | any judicial Magistrate. |

**ঘটনাস্থলঃ**

কোন অপরাধ বিচারকের এখতিয়ারাধীন কি-না মূলত তা অপরাধের ঘটনাস্থল দ্বারা নির্ধারণ করতে হয়। সাধারণত যে স্থানে অপরাধ সংঘটিত হয় সে এলাকার বিচারক ঐ অপরাধের বিচার করেন। ফৌজদারি কার্যবিধিতে ''ঘটনাস্থল'' বলতে কোন অপরাধ সংঘটনের স্থল/ স্থান অথবা অপরাধের পরিণতি বা ফলাফল যেখানে সংঘটিত হয়, সে স্থানকে বোঝানো হয়। ফৌজদারি কার্যবিধির ১৭৯ ধারায় ঘটনাস্থলের সংজ্ঞা নিম্নরূপভাবে দেওয়া আছে-

***179. Accused triable in district where act is done or where consqquence ensues.-*** *When a person is accused of the commission of any offence by reason of anything which has been done, and of any consequence which has ensued, such offence may be inquired into or tried by a Court within the local limits of whose jurisdiction any such thing has been done, or any such consequence has ensued.*

**অপরাধ সংঘটন বা উদ্‌ঘাটনঃ**

(১) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৬(১) ধারায় অপরাধ সংঘটন বা উদ্‌ঘাটন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত আইনের কোন ধারার অপরাধ কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে প্রত্যক্ষ করলে বা তাঁর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত বা সংঘটিত হলে তিনি উক্ত অপরাধের বিচার করার এখতিয়ারসম্পন্ন।

(২) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে অপরাধ সংঘটনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিরাজমান দেখলে বা অপরাধটি পূর্ব হতে শুরু হয়ে চলমান থাকলে বা অপরাধের পরিণতি চলমান থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে উহা তাঁর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে মর্মে বিবেচনা করা যায়।

(৩) অপরাধ সংঘটন এবং ঘটনাস্থল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেওয়ার জন্য এ সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া হল। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জে কর্মরত বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ‘ক’ উক্ত জেলার সদর উপজেলাধীন সিদ্ধিরগঞ্জ বাজারে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে মাছ বিক্রেতা ‘খ’-কে মাছ বিক্রয় করতে দেখেন। তাঁর উপস্থিতিতে আইনানুমোদিত প্রসিকিউটিং এজেন্সি হিসাবে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সদর মাছ পরীক্ষা করে ফরমালিন মিশ্রিত মাছ পেয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ‘খ’-এর বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন দাখিল করেন। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ‘ক’-এর নির্দেশে ঘটনাস্থলে উপস্থিত দু’জন সাক্ষীর স্বাক্ষর নিয়ে ফরমালিন মিশ্রিত মাছ আলামত হিসেবে জব্দ করে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ‘ক’ অভিযোগ আমলে গ্রহণ করে অভিযুক্ত ব্যক্তি ‘খ’-এর বিরুদ্ধে Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983-এর ৫ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গঠিত অভিযোগ পড়ে এবং ব্যাখ্যা করে

শোনান। গঠিত অভিযোগের জবাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি ‘খ’ বলেন যে, তিনি ঢাকা জেলার যাত্রাবাড়ী পাইকারি বাজার হতে মাছ ক্রয় করে সিদ্ধিরগঞ্জ বাজারে বিক্রয় করছেন। তিনি মাছে ফরমালিন দেননি বা ফরমালিন মিশ্রিত করেননি। মাছে ফরমালিন পাওয়া গেলেও যাত্রাবাড়ী পাইকারি বাজারের মাছ বিক্রেতা মাছে ফরমালিন দিয়েছেন। এ জন্য তিনি দায়ী নন, তিনি নির্দোষ। কিন্তু বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ‘ক’-এর সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি ‘খ’-কে তার হেফাজতে থাকা মাছসহ পাওয়া যায়, পরীক্ষাকালে উক্ত মাছে ফরমালিন পাওয়া যায় এবং অপরাধের পরিণতি চলমান থাকায় অপরাধটি বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বিবেচনায় তিনি যথাযথভাবেই অপরাধ আমলে গ্রহণ করেছেন।

**এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতাঃ**

(১) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৬ ধারায় মোবাইল কোর্টের ক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। **এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযোগ আমলে গ্রহণ** সম্পর্কিত শিরোনামে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ আমলে গ্রহণ করবেন। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলে উল্লিখিত আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে তাঁর সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের রয়েছে।

(২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে কোন অপরাধ -

- ক) বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য হলে;
- খ) মোবাইল কোর্ট আইনের তফসিলভুক্ত আইনের কোন অপরাধ হলে ;
- গ) বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত হলে-

বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘটনাস্থলেই অভিযোগ আমলে গ্রহণ করবেন। তিনি সংশ্লিষ্ট আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পড়ে ও ব্যাখ্যা করে শোনাবেন । অভিযুক্ত ব্যক্তি তার কৃত অভিযোগ স্বীকার করলে ম্যাজিস্ট্রেট আইনে অনুমোদিত দন্ড আরোপ করবেন।

(৩) কিন্তু যদি অনুরূপ কোন অপরাধ বিচার করার এখতিয়ার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের না থাকে তাহলে তফসিলে বর্ণিত আইনের অধীন অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও এই আইনে আমলে গ্রহণ করে দন্ড আরোপ করার এখতিয়ার মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নেই।

(৪) বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত বা সংঘটিত অপরাধের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পড়ে ও ব্যাখ্যা করে শোনানোর পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করলেও তাঁর বিবেচনায় যদি দেখা যায় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধটি গুরুতর এবং এ আইনের অধীন নির্ধারিত শাস্তি প্রদান যথেষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান না করে আদেশনামায় যৌক্তিকতা উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করার ব্যবস্থা নেবেন।

(৫) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তাঁর এখতিয়ারাধীন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে-

ক) তাঁর সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত অপরাধটি মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত আইনের কোন অপরাধ না হলে; অথবা

খ) অপরাধটি বিজ্ঞ দায়রা আদালত/ অন্য কোন উচ্চতর বা বিশেষ আদালত/ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার্য হলে-

মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি এজাহার হিসাবে গণ্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করবেন। অনুরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ৬৪ এবং ৬৫ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্দেশ প্রদান করতে পারেন।

(৬) ফৌজদারি কার্যবিধির ৬৪ এবং ৬৫ ধারা নিম্নরূপ:

*64. When any offence is committed in the presence of a Magistrate whether Executive or Judicial within the local limits of his jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to the provisions herein contained as to bail commit the offender to custody.*

*65. Any Magistrate whether Executive or Judicial may at any time arrest or direct the arrest, in his presence, within the local limits of his jurisdiction, of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant.*

# অধ্যায়-৫

## মোবাইল কোর্ট পরিচালনা পদ্ধতি

কোন অপরাধ কোন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত হলে উক্ত অপরাধটির বিচার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৭ ধারায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা পদ্ধতি/ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। উক্ত বিধানটি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

*৭। **মোবাইল কোর্ট পরিচালনা পদ্ধতি**।-(১) এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিবার সময় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গৃহীত হইবার পরপরই মোবাইল কোর্টপরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সংক্ষিপ্ত অভিযোগ লিখিতভাবে গঠন করিয়া উহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি গঠিত অভিযোগ স্বীকার করেন কি না তাহা জানিতে চাহিবেন এবং স্বীকার না করিলে তিনি কেন স্বীকার করেন না উহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানিতে চাহিবেন।*

*(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করিলে তাহার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া উহাতে অভিযুক্তের স্বাক্ষর বা ক্ষেত্রমত, টিপসই এবং দুইজন উপস্থিত সাক্ষীর স্বাক্ষর বা, ক্ষেত্রমত, টিপসই গ্রহণ করিতে হইবে; এবং অতঃপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাহার বিবেচনায় যথোপযুক্ত দন্ড আরোপ করিয়া লিখিত আদেশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত আদেশে স্বাক্ষর করিবেন।*

*(৩) অভিযোগ অস্বীকার করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইলে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবেন।*

*(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হইলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগটি বিচারার্থে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করিবেন।*

### ৭ ধারার ব্যাখ্যা

মোবাইল কোর্ট আইনের ৭ ধারা অনুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

(১) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেলে অপরাধ আমলে গ্রহণ করার প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেবেন।

(২) কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেওয়ার পর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ গঠন করবেন । এক্ষেত্রে আদেশনামায়-

- ক) অভিযোগ সংঘটনের তারিখ ,সময়, ঘটনাস্থলের বিবরণ;
- খ) তাঁর সম্মুখে সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ; এবং
- গ) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা উল্লেখপূর্বক লিখিতভাবে অভিযোগ গঠন করবেন।

ঘ) অতঃপর সেটি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শোনাবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করেন কিনা তা জানতে চাইবেন।

(৩) অভিযোগ গঠনের ক্ষেত্রে নমুনা ফর্ম ৬ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তি গঠিত অভিযোগ স্বেচ্ছায় স্বীকার করলে –

ক) তার স্বীকারোক্তি (যতদূর সম্ভব অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজ ভাষায়) লিপিবদ্ধ করে এতে অভিযুক্তের স্বাক্ষর বা ক্ষেত্রমতে টিপসই এবং

খ) পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ উপস্থিত দুইজন স্বাক্ষীর স্বাক্ষর বা ক্ষেত্রমতে টিপসই গ্রহণ করতে হবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার জন্য নমুনা ফর্ম ৬ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৬) অতঃপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট যথোপযুক্ত দন্ড আরোপ করে লিখিত আদেশ প্রদান করবেন এবং উক্ত আদেশে স্বাক্ষর করবেন । দন্ডাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিবেন-

ক) অভিযোগের গভীরতা/ অপরাধের গুরুত্ব;

খ) অপরাধ/ অভিযোগের প্রকৃতি ও পরিমাণ;

গ) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রথমবার অপরাধ করা হয়েছে কিনা;

ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক একই অপরাধ বার বার করা হয়েছে কিনা; এবং

ঙ) পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি ।

(৭) দন্ডাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আদেশপত্রের নমুনা ১ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি গঠিত অভিযোগ অস্বীকার করলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অস্বীকৃতির কারণ ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দেবেন। যথোপযুক্ত যুক্তি বা প্রমাণ বা দলিল উপস্থাপনপূর্বক আত্মপক্ষ সমর্থনে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রদত্ত ব্যাখ্যা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট -

ক) সন্তোষজনক হলে তিনি আদেশনামায় তা লিপিবদ্ধ করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গঠিত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে আদেশপত্রের নমুনা ২ ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির জবাব বা ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে উহার উপযুক্ত কারণ আদেশনামায় লিপিবদ্ধ করে তিনি অভিযোগটি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে ক্ষেত্রমতে বিজ্ঞ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বা বিজ্ঞ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে প্রেরণের জন্য উপস্থিত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য বা সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটিং এজেন্সিকে নির্দেশ দেবেন। এক্ষেত্রে আদেশপত্রের নমুনা ৩ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৯) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সময় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কি অবস্থায় ধৃত করা হয়েছে বা কি অবস্থায় তাকে পাওয়া গেছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আদেশনামায় উল্লেখ করতে পারেন।

(১০) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে কোন আলামতসহ অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হলে আলামতের একটি জব্দ তালিকা ঘটনাস্থলে প্রস্তুত করতে হবে। জব্দ তালিকায় পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানাসহ উপস্থিত দু'জন সাক্ষীর স্বাক্ষর অথবা ক্ষেত্রমতে টিপসই গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নমুনা ফর্ম ৭ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(১১) একই মামলায় একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকলে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের ধরন বা প্রকৃতি একই রকম হলে প্রত্যেককে একইরুপ দন্ড প্রদান করা উচিত। আবার, একই মামলায় একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকলে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির দন্ডের পরিমাণ ভিন্ন হলে কেন ভিন্ন দন্ড প্রদান করা হয়েছে তার সুস্পষ্ট যৌক্তিকতা আদেশনামায় উল্লেখ করতে হবে।

(১২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায় ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে অপর পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হলঃ

**মোবাইল কোর্ট পরিচালনার পদক্ষেপ (flow chart):**

Gw·wKDwUf ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত ধারাক্রম অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

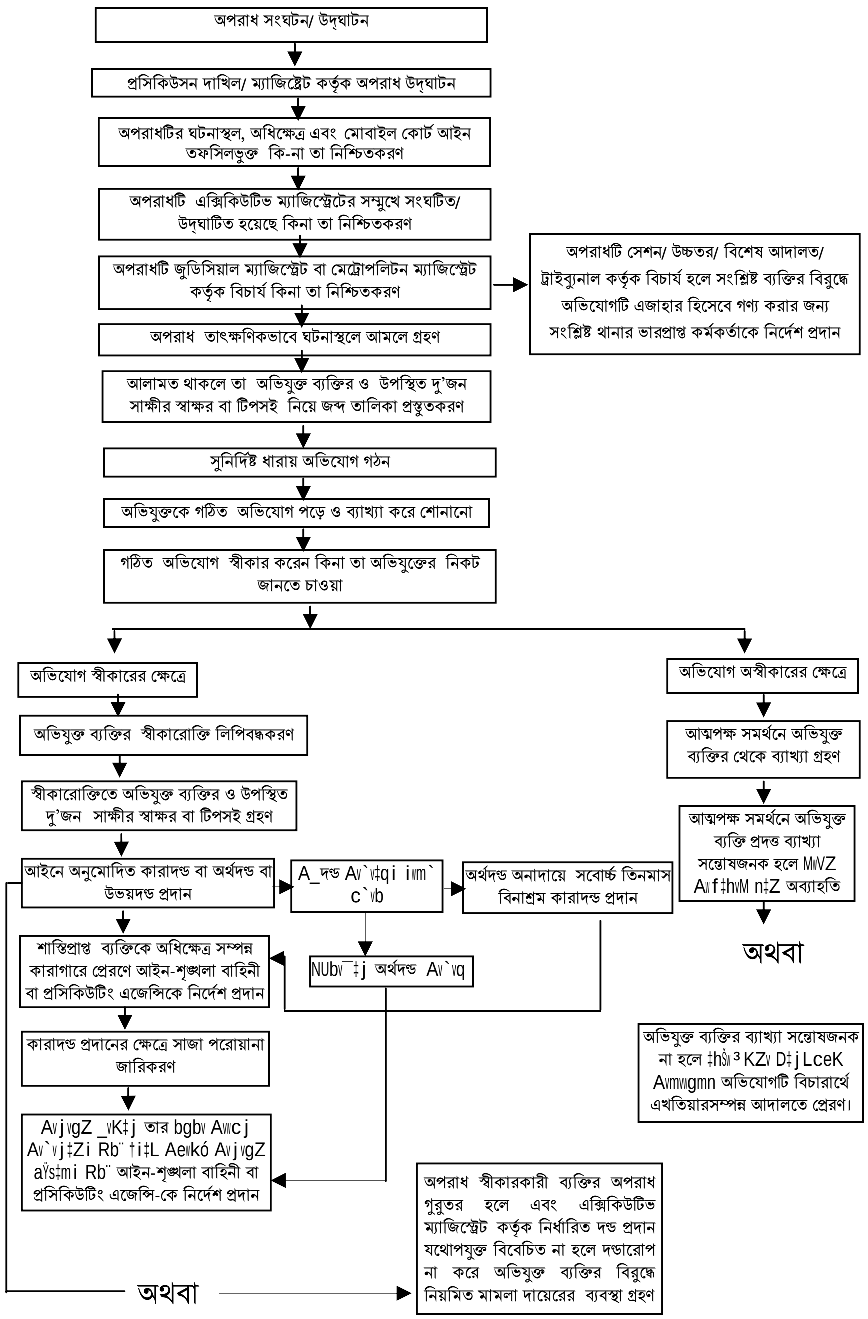

(১৩) অভিযোগ গঠনের বিষয়ে সম্যক ধারণা নেওয়ার জন্য ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ২২১, ২২২ এবং ২২৩ ধারা দেখা যেতে পারে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

*221**. Charge to state offence**.- (1) Every charge under this Code shall state the offence with which the accused is charged.*

*(2) **Specific name of offence sufficient description**.- If the law which creates the offence gives it any specific name, the offence may be described in the charge by that name only.*

*(3) **How stated where offence has no specific name**.- If the law which creates the offence does not give it any specific name, so much of the definition of the offence must be stated as to give the accused notice of the matter with which he is charged.*

*(4) The law and section of the law against which the offence is said to have been committed shall be mentioned in the charge.*

*(5) **What implied in charge.-** The fact that the charge is made is equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offence charged was fulfilled in the particular case.*

*(6) **Language of charge**.- The charge shall be written either in English or in the language of the Court.*

*(7) **Previous conviction when to be set out.-**If the accused having been previously convicted of any offence is liable, by reason of such previous conviction, to enhanced punishment, or to punishment of a different kind, for a subsequent offence, and it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the Court may think fit to award for the subsequent offence, the fact, date and place of the previous conviction shall be stated in the charge. If such statement has been omitted, the Court may add it at any time before sentence is passed.*

***222. Particulars as to time, place and person**.-(1) The charge shall contain such particulars as to the time and place of the alleged offence, and the person (if any) against whom, or the thing (if any) in respect of which, it was committed, as are reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged.*

*(2) When the accused is charged with criminal breach of trust or dishonest misappropriation of money, it shall be sufficient to specify the gross sum in respect of which the offence is alleged to have been committed, and the dates between which the offence is alleged to have been committed, without specifying particular items or exact dates, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of section 234:*

*Provided that the time included between the first and last of such dates shall not exceed one year.*

***223. When manner of committing offence must be stated.****-When the nature of the case is such that the particulars mentioned in sections 221 and 222 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence was committed as will be sufficient for that purpose.*

# অধ্যায়-৬

## দন্ড আরোপের পদ্ধতি ও দোবারা বিচার

**দন্ড আরোপের পদ্ধতিঃ**

একটি বিচার প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে অপরাধীকে দণ্ড/ অব্যাহতি প্রদান। মোবাইল কোর্ট কর্তৃক সাধারণত কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড উভয় প্রকার দণ্ডই প্রদান করা হয়ে থাকে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৮ ধারায় কারাদন্ড ও অর্থদন্ড আরোপ সম্পর্কিত বিধান এবং ৯ ধারায় অর্থদন্ড আদায়ের পদ্ধতি উল্লেখ রয়েছে। ধারাগুলি নিম্নরূপ-

*৮। **দন্ড আরোপের সীমাবদ্ধতা**।- (১) এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করিয়া দণ্ড আরোপ করিবার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যে দণ্ডই নির্ধারিত থাকুক না কেন, দুই বছর এর অধিক কারাদণ্ড এই আইনের অধীন আরোপ করা যাইবে না।*

*(২) সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে যে অর্থদণ্ড নির্ধারিত রহিয়াছে উক্ত অর্থদণ্ড বা অর্থদণ্ডে নির্ধারিত সীমার মধ্যে যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।*

*(৩) ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন যে পদ্ধতিতে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড আদায়যোগ্য বা আরোপনীয় হইয়া থাকে, এই আইনের অধীন অর্থদণ্ডও কারাদণ্ড অনুরূপ পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য ও আরোপনীয় হইবে।*

*৯। **অর্থদন্ড আদায় সম্পর্কিত বিধান**- (১) এই আইনের অধীন কোন অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কেবল অর্থদণ্ড আরোপ করা হইলে উক্ত অর্থদণ্ডে নির্ধারিত টাকা তাৎক্ষণিকভাবে আদায়যোগ্য হইবে।*

*(২) আরোপিত অর্থদণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা না হইলে অনাদায়ে আরোপিত কারাদণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হইবে।*

*(৩) অর্থদণ্ড তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করিতে ব্যর্থতার কারণে আরোপনীয় বিনাশ্রম কারাদণ্ড তিন মাসের অধিক হইবে না।*

*(৪) কারাদণ্ড ভোগ করিবার সময় অভিযুক্তের পক্ষে অর্থদণ্ডের সমুদয় অর্থ আদায় করা হইলে অভিযুক্ত কারাবাস হইতে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিলাভ করিবেন।*

*(৫) এই ধারার অধীন অর্থদণ্ড আদায় করিতে ব্যর্থতার কারণে আরোপিত কারাদণ্ড আংশিক বা সম্পূর্ণ ভোগ করিবার কারণে অর্থদণ্ডে সংশ্লিষ্ট অর্থ আদায় অযোগ্য হইবে না; এবং এই ক্ষেত্রে Penal Code, 1860 এর ধারা ৬৪ হইতে ৭০ এর বিধানাবলী, যথানিয়ম, প্রযোজ্য হইবে।*

**৮ ও ৯ ধারার ব্যাখ্যা**

মোবাইল কোর্ট আইনের ৮ ধারায় দুই ধরনের দন্ড আরোপের বিধান রয়েছে। যথা: (ক) কারাদন্ড এবং (খ) অর্থদন্ড। কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড আরোপের পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা হল।

**কারাদন্ড আরোপ :**

(১) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলে অন্তর্ভুক্ত কোন আইনের অধীন অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দুই বছর পর্যন্ত কারাদন্ড প্রদান করার এখতিয়ার মোবাইল কোর্টের রয়েছে। গঠিত অভিযোগের ধারায় দন্ডের পরিমাণ যাই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২ (দুই) বছরের অধিক পরিমাণ কারাদন্ড প্রদান করতে পারবেন না।

(২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলেই সাজা পরোয়ানায় মামলা নম্বর, অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ নাম ও ঠিকানা, সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা, সাজার পরিমাণ, সাজা কবে থেকে কার্যকর হবে তা উল্লেখপূর্বক দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে সাজা পরোয়ানাসহ অধিক্ষেত্রাধীন কারাগারে প্রেরণ করবেন। সাজা পরোয়ানা জারির ক্ষেত্রে নমুনা ফর্ম ৮ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৩) একই মামলায় একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকলে এবং প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তির দন্ডের পরিমাণ এক হোক বা ভিন্ন হোক, দণ্ডপ্রাপ্ত প্রত্যেক আসামির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাজা পরোয়ানা প্রেরণ করতে হবে।

**অর্থদন্ড আরোপ ও আদায়:**

(১) আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মোইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর তফসিলে বর্তমানে ৯৭টি আইন রয়েছে। এজন্য এর তফসিলভুক্ত সংশ্লিষ্ট আইনে সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য যে পরিমাণ অর্থদন্ড নির্ধারিত রয়েছে, উক্ত নির্ধারিত অর্থদন্ড বা অর্থদন্ডের সীমার মধ্যে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট যে কোন পরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ করতে পারবেন।

(২) যে সব ধারায় অর্থদন্ডের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা নাই, সেক্ষেত্রে একজন ১ম, ২য় বা ৩য় শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যে পরিমাণ অর্থদন্ড বা জরিমানা প্রদানের এখতিয়ারবান, অনুরূপ ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সে পরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ করতে পারেন।

(৩) এ আইনের অধীন কোন ধারায় কোন অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে দোষী সাব্যস্ত করে কেবল অর্থদন্ড প্রদান করা হলে উক্ত অর্থদন্ডের নির্ধারিত টাকা ঘটনাস্থলেই আদায় করতে হবে।

(৪) আরোপিত অর্থদন্ড কোন কারণে ঘটনাস্থলে আদায় করা সম্ভব না হলে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অনাদায়কৃত অর্থদন্ডের পরিবর্তে তাৎক্ষণিকভাবে কারাদন্ড প্রদান করবেন। ঘটনাস্থলে আরোপিত অর্থদন্ড আদায় করা না গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ তিন মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করতে পারেন।

(৫) কারাদণ্ড ভোগ করার সময় অভিযুক্তের পক্ষে কেহ অর্থদণ্ডের সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষের নিকট জমা প্রদান করলে এবং অর্থদণ্ডের সমুদয় অর্থ আদায় হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি লাভ করবেন।

(৬) আরোপিত অর্থদণ্ড প্রদানে ব্যর্থতার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড আংশিক বা সম্পূর্ণ ভোগ করলেও আরোপিত অর্থদণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে আদায়যোগ্য হবে।

(৭) অর্থদণ্ড আরোপ এবং আরোপিত অর্থদণ্ড আদায়ের ক্ষেত্রে The Code of Criminal Procedure, 1898-এর ৩৩, ৩৫-৩৫(A) ও ৩৮৪-৪০০ ধারাসমূহ এবং The Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860)-এর ৬৩-৭০ ধারার বিধানাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে।

কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড আরোপ এবং আদায়ের ক্ষেত্রে The Code of Criminal Procedure, 1898-এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ নিম্নরূপঃ

***33. Power of Magistrates to sentence to imprisonment in default of fine**.- (1) The Court of any Magistrate may award such terms of imprisonment in default of payment of fine as is authorized by law in case of such default:*

***Proviso as to certain cases**.*

*Provided that-*

*(a) the term is not in excess of the Magistrate's powers under this Code;*

*(b) in any case decided by a Magistrate where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence, the period of imprisonment awarded in default of payment of the fine shall not exceed one-fourth of the period of imprisonment which such Magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of the fine.*

*(2) The imprisonment awarded under this section may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by the Magistrate under section 32.*

***35. Sentence in cases of conviction of several offences at one trial**.- (1) When a person is convicted at one trial of two or more offences, the Court may, subject to the provisions of section 71 of the Penal Code sentence him, for such offences, to the several punishments prescribed therefor which such Court is competent to inflict; such punishments, when consisting of imprisonment or transportation to commence the one after the expiration of the other in such order as the Court may direct, unless the Court directs that such punishments shall run concurrently.*

*(2) In the case of consecutive sentences, it shall not be necessary for the Court, by reason only of the aggregate punishment for the several offences being in excess of the punishment which it is competent to inflict on conviction of a single offence, to send the offender for trial before a higher Court:*

***Maximum term of punishment**. Provided as follows:-*

- *(a) in no case shall such person be sentenced to imprisonment for a longer period than fourteen years;*
- *(b) if the case is tried by a Magistrate the aggregate punishment shall not exceed twice the amount of punishment which he is, in the exercise of his ordinary jurisdiction, competent to inflict.*
- *(3 For the purpose of appeal, the aggregate of consecutive sentences passed under this section in case of convictions for several offences at one trial shall be deemed to be a single sentence.*

***35A**. **Deduction of imprisonment in cases where convicts may have been in custody**.- (1) Except in the case of an offence punishable only with death, when any court finds an accused guilty of an offence and, upon conviction, sentences such accused to any term of imprisonment, simple or rigorous, it shall deduct from the sentence of imprisonment, the total period the accused may have been in custody in the meantime, in connection with that offence.*

*(2) If the total period of custody prior to conviction referred to in sub-section (1) is longer than the period of imprisonment to which the accused is sentenced, the accused shall be deemed to have served out the sentence of imprisonment and shall be released at once, if in custody, unless required to be detained in connection with any other offence; and if the accused is also sentenced to pay any fine in addition to such sentence, the fine shall stand remitted.*

***384. Direction of warrant for execution**.- Every warrant for the execution of a sentence of imprisonment shall be directed to the officer in charge of the jail or other place in which the prisoner is, or is to be, confined.*

***385. Warrant with whom to be lodged**.- When the prisoner is to be confined in a jail, the warrant shall be lodged with the jailor.*

***386. Warrant for levy of fine**.- (1) Whenever an offender has been sentenced to pay a fine, the Court passing the sentence may take action for the recovery of the fine in either or both of the following ways, that is to say, it may-*

- *(a) issue a warrant for the levy of the amount by attachment and sale of any movable property belonging to the offender;*

*(b) issue a warrant to the Collector of the District authorising him to realise the amount by execution according to civil process against the movable or immovable property, or both, of the defaulter:*

*Provided that, if the sentence directs that in default of payment of the fine the offender shall be imprisoned, and if such offender has undergone the whole of such imprisonment in default, no Court shall issue such warrant unless for special reasons to be recorded in writing is considers it necessary to do so.*

*(2) The Government may make rules regulating the manner in which warrants under sub-section (1), clause (a), are to be executed, and for the summary determination of any claims made by any person other than the offender in respect of any property attached in execution of such warrant.*

*(3) Where the Courts issue a warrant to the Collector under sub-section (1), Clause (b), such warrant shall be deemed to be a decree, and the Collector to be the decree-holder, within the meaning of the Code of Civil Procedure, 1908, and the nearest Civil Court by which any decree for a like amount could be executed shall, for the purposes of the said Code, be deemed to be the Court which passed the Decree, and all the provisions of that Code as to execution of decrees shall apply accordingly:*

*Provided that no such warrant shall be executed by the arrest or detention in prison of the offender.*

***387. Effect of such warrant**.- A warrant issued under section 386, sub-section (1), clause (a), by any Court may be executed within the local limits of the jurisdiction of such Court, and it shall authorize the attachment and sale of any such property without such limits, when endorsed by the District Magistrate or Chief Metropolitan Magistrate within the local limits of whose jurisdiction such property is found.*

***388. Suspension of execution of sentence of imprisonment**.- (1) When an offender has been sentenced to fine only and to imprisonment in default of payment of the fine, and the fine is not paid forthwith, the Court may-*

*(a)* *order that the fine shall be payable either in full on or before a date not more than thirty days from the date of the order, or in two or three instalments, of which the first shall be payable on or before a date not more than thirty days from the date of the order and the other or others at an interval or at intervals, as the case may be, of not more than thirty days, and*

*(b)* *uspend the execution of the sentence of imprisonment and release the offender, on the execution by the offender of a bond, with or without sureties, as the Court thinks fit, conditioned for his appearance before the Court on the date or dates on or before which payment of the fine or the instalments thereof, as the case may be, is to be made; and if the amount of the fine or of any instalment, as the case may be is not realised on or before the latest date on which it is payable under the order, the Court may direct the sentence of imprisonment to be carried into execution at once.*

*(2) The provisions of sub-section (1) shall be applicable also in any case in which an order for the payment of money has been made on non-recovery of which imprisonment may be awarded and the money is not paid forthwith; and, if the person against whom the order has been made, on being required to enter into a bond such as is referred to in that sub-section, fails to do so, the Court may at once pass sentence of imprisonment.*

***389. Who may issue warrant**.- Every warrant for the execution of any sentence may be issued either by the Judge or Magistrate who passed the sentence, or by his successor in office.*

***399. Confinement of youthful offenders in reformatories**.- (1) When any person under the age of fifteen years is sentenced by any Criminal Court to imprisonment for any offence, the Court may direct that such person, instead of being imprisoned in a criminal jail, shall be confined in any reformatory established by the Government as a fit place for confinement, in which there are means of suitable discipline and of training in some branch of useful industry or which is kept by a person willing to obey such rules as the Government prescribes with regard to the discipline and training of persons confined therein.*

*(2) All persons confined under this section shall be subject to the rules so prescribed.*

***400. Return of warrant on execution of sentence.-*** *When a sentence has been fully executed, the officer executing it shall return the warrant to the Court from which it issued, with an endorsement under his hand certifying the manner in which the sentence has been executed.*

*অর্থদণ্ড আরোপ এবং আরোপিত অর্থদণ্ড আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় The Penal Code (দণ্ডবিধি)-এর ৬৩ হতে ৭০ ধারা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ*

*63. Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited, but shall not be excessive.*

*64. In every case of an offence punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine, whether with or without imprisonment,*

*and in every case of an offence punishable with imprisonment or fine, or with fine only, in which the offender is sentenced to a fine,*

*it shall be competent to the Court which sentences such offender to direct by the sentence that, in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence.*

*65. The term for which the Court directs the offender to be imprisoned in default of payment of a fine shall not exceed one-fourth of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offence, if the offence be punishable with imprisonment as well as fine.*

*66. The imprisonment which the Court imposes in default of payment of a fine may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offence.*

*67. If the offence be punishable with fine only, the imprisonment which the Court imposes in default of payment of the fine shall be simple, and the term for which the Court directs the offender to be imprisoned, in default of payment of fine, shall not exceed the following scale, that is to say, for any term not exceeding two months when the amount of the fine shall not exceed fifty taka, and for any term not exceeding four months when the amount shall not exceed one hundred taka, and for any term not exceeding six months in any other case.*

*68. The imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law.*

*69. If, before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment, such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate.*

*70. The fine, or any part thereof which remains unpaid, may be levied at any time within six years after the passing of the sentence, and if, under the sentence, the offender be liable to imprisonment for a longer period then six years, then at any time previous to the expiration of that period; and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would, after his death, be legally liable for his debts.*

**দোবারা বিচার ও শাস্তি সংক্রান্ত বিধানঃ**

একই অপরাধের জন্য কোন মানুষকে দু'বার বিচার করা যায় না। এ সংক্রান্ত নীতিটি মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ১০ ধারায় নিম্নরুপভাবে বিধৃত রয়েছেঃ

***১০। দোবারা বিচার ও শাস্তি নিষেধ।*** *- এই আইনের অধীন দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে একই অপরাধে পুনর্বার বিচার করা কিংবা দন্ড আরোপ করা যাইবে না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪০৩ এর বিধান প্রযোজ্য হইবেঃ*

*তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন অভিযোগ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪০৩ এর অর্থে নির্দোষ সাব্যস্ত (acquitted) বলিয়া গণ্য হইবেন না।*

**১০ ধারার ব্যাখ্যা**

(১) দোবারা বিচার (Res Judicata) অর্থ উপযুক্ত আদালত কর্তৃক যে ঘটনা বা অপরাধের বিচার একবার সম্পন্ন করা হয়েছে বা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে, সেই ঘটনা বা অপরাধের পুনর্বার বিচার করা যাবে না বা বিচার দাবি করা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ- মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কর্মরত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট 'ক' তাঁর এখতিয়ারসম্পন্ন দৌলতপুর উপজেলার চরকাটারি বাজারে গত ৩০/০৫/২০১৩ তারিখ দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় আসামি 'খ' এর 'গ' হোটেলে পঁচা ও বাসি খাবার বিক্রয় করার কারণে 'খ'-কে Pure Food Ordinance, 1959-এর ৬(১) ধারায় অভিযুক্ত করে ১৫০/- টাকা জরিমানা করেন এবং জরিমানা অনাদায়ে ০৫ (পাঁচ) দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। আসামি 'খ'-কে 'গ' হোটেলে ৩১/০৫/২০১৩ তারিখে পঁচা ও বাসি খাবার বিক্রয় করার অভিযোগে যেহেতু একবার দন্ড প্রদান করা হয়েছে, সেহেতু খ'-কে ৩১/০৫/২০১৩ তারিখের অভিযোগে পুনর্বার বিচার বা দণ্ড প্রদান করা যাবে না।

(২) তবে একই ব্যক্তি একই স্থানে বা বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন তারিখে ও সময়ে একই অপরাধ সংঘটন করলে এবং পূর্বে এর বিচার না হলে তার বিচার করা যাবে। এ ক্ষেত্রে দোবারা বিচারের বিধান প্রযোজ্য হবে না।

(৩) সুনির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থানে একই ব্যক্তি মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত কোন আইনের কোন ধারায় অপরাধ করলে এবং সন্তোষজনক জবাবের কারণে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গঠিত অভিযোগ হতে উক্ত ব্যক্তি অব্যাহতি লাভ করলেও পরবর্তী সময়ে একই ব্যক্তি একই ধরনের অপরাধ করলে তার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৩ ধারা তথা দোবারা বিচারের বিধান প্রযোজ্য হবে না।

(৪) ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০৩ ধারা নিম্নরুপ:

***403. Person once convicted or acquitted nt to be tried for same offence.-*** *(1) A person who has once been tried by a Court of competent jurisdiction for an offence and convicted or acquitted of such offence shall, while such conviction or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offence, nor on the same facts for any other offence for which a different charge from the one made against him might have been made under section 236, or for which he might have been convicted under section 237.*

*(2) A person acquitted or convicted of any offence may be afterwards tried for any distinct offence for which a separate charge might have been made against him on the former trial under section 235, sub-section (1)*

*(3) A person convicted of any offence constituted by any act causing consequences which, together with such act, constituted a different offence from that of which he was convicted, may be afterwards tried for such last-mentioned offence, if the consequences had not happened, or were not known to the Court to have happened, at the time when he was convicted.*

*(4) A person acquitted or convicted of any offence constituted by any acts may, notwithstanding such acquittal or conviction, be subsequently charged with, and tried for, any other offence constituted by the same acts which he may have committed if the Court by which he was first tried was not competent to try the offence with which he is subsequently charged.*

*(5) Nothing in this section shall affect the provisions of section 26 of the General Clauses Act, 1897, or section 188 of this Code.*

***Explanation-*** *The dismissal of a complaint, the stopping of proceedings under section 249 or the discharge of the accused is not an acquittal for the purposes of this section.*

## অধ্যায়-৭

# মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা, তল্লাশি ও জব্দ তালিকা

### মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা প্রদানঃ

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা একটি সমন্বিত বিচার কার্যক্রম। বিষয়টির সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা বা প্রসিকিউটিং এজেন্সি সংশ্লিষ্ট। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ আদালতের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন দুরূহ। বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ১২ ধারায় এ সংক্রান্ত বিধান সংযোজন করা হয়েছে। তাছাড়া, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে অপরাধীর নিকট থেকে উদ্ধারকৃত মালামাল সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণও মোবাইল কোর্টের দায়িত্ব। এ সম্পর্কিত মোবাইল কোর্ট আইনের ১২ ধারাটি নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

***১২। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে পুলিশ, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা প্রদানের বাধ্যবাধকতা।***– *(১) এই আইনের অধীন মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ বাহিনী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা চাহিলে পুলিশ বাহিনী, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অনুরূপ সহায়তা প্রদান করিবে।*

*(২) মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে, উক্ত মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংশ্লেষে তল্লাশি (search), জব্দ (seizure) এবং প্রয়োজনে জব্দকৃত বস্তু বিলিবন্দেজ (disposal) করিবার ক্ষমতা থাকিবে।*

*(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট বিধান, যতদূর সম্ভব, অনুসরণ করিতে হইবে।*

#### ১২ ধারার ব্যাখ্যা

(১) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ১২ ধারানুযায়ী মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট -

- ক) পুলিশ বাহিনী;
- খ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী; বা
- গ) সংশ্লিষ্ট সরকারি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট সহায়তা চাইলে এ সকল বাহিনী/ সরকারি সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

(২) এ ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় উল্লেখপূর্বক প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধানসহ আইনগত অন্যান্য সহায়তা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার, সরকারি বিভাগ/ সংস্থার প্রধান, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী অন্যান্য বাহিনীকে লিখিতভাবে অনুরোধ জানিয়ে পত্র যোগাযোগ করতে পারবেন।

**তল্লাশিকরণ ও জব্দ তালিকা প্রস্তুতকরণঃ**

(১) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার সময় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা কোন সরকারি কর্মকর্তা –

ক) অপরাধ সংশ্লিষ্ট তল্লাশি (search) কার্যক্রম পরিচালনা;

খ) জব্দ তালিকা (seizure list) প্রস্তুতকরণ; এবং

গ) জব্দকৃত পচনশীল বা বিপজ্জনক (hazardous) বস্তু বিলিবন্দেজ (disposal) করতে পারবেন।

(২) জব্দ তালিকা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক) ঘটনাস্থলেই জব্দ তালিকা প্রস্স্ততকরণ;

খ) জব্দ করার তারিখ, সময়, স্থান, অপরাধের বর্ণনা উল্লেখকরণ;

গ) যার কাছ থেকে মালামাল জব্দ করা হয়েছে তার নাম-ঠিকানা, উদ্ধারকৃত মালামালের বর্ণনা লিপিবদ্ধকরণ;

ঘ) জব্দকারীর নাম, পদবি, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর গ্রহণ;

ঙ) ঘটনাস্থলে উপস্থিত দু'জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষর/ টিপসই গ্রহণ;

চ) অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর/ টিপসই গ্রহণ;

ছ) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জব্দ তালিকায় স্বাক্ষরকরণ;

জ) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিজে জব্দ তালিকা প্রস্স্তত না করলে ''আমার নির্দেশে/ উপস্থিতিতে/ সম্মুখে জব্দ তালিকা প্রস্স্তত করা হয়েছে''- মর্মে প্রত্যয়ন।

(৩) জব্দকৃত আলামত বা মালামাল পচনশীল, বিপজ্জনক বা ধ্বংসযোগ্য হলে-

ক) আপীল আদালতে উপস্থাপনের লক্ষ্যে নমুনা সংরক্ষণ করতে হবে;

খ) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অবশিষ্ট জব্দকৃত আলামত বা মালামাল তাঁর উপস্থিতিতে ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করার জন্য উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তা/ সংস্থার প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেবেন;

গ) জব্দ তালিকায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ''আমার সম্মুখে/ উপস্থিতিতে আলামত বা মালামাল ধ্বংস করা হয়েছে'' -মর্মে প্রত্যয়ন করবেন।

(৪) অভিযুক্ত বা দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি চাইলে জব্দ তালিকার একটি কপি তাকে দেওয়া যেতে পারে।

(৫) জব্দকৃত আলামত বা মালামাল পচনশীল, বিপজ্জনক বা ধ্বংসযোগ্য না হলে তা কোন জিম্মাদারের জিম্মায় প্রদান করা যেতে পারে।

(৬) জব্দ তালিকা ও জিম্মানামা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে যথাক্রমে নমুনা ফর্ম ৭ ও ৮ ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৭) ফৌজদারি কার্যবিধির ১০১-১০৫ ধারায় তল্লাশি ও জব্দ তালিকা প্রস্তুতির বিধান রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

***101*. *Direction, etc. of search-warrants.-*** *The provisions of sections 43, 75, 77, 79, 82, 83 and 84 shall, so far as may be, apply, to all search-warrants issued under section 96, section 98, section 99 A or section 100.*

***102*. *Persons in charge of closed place to allow search.-*** *(1) Whenever any place liable to search or inspection under this Chapter is closed, any person residing in, or being in charge of such place shall, on demand of the officer or other person executing the warrant, and on production of the warrant, allow him free ingress thereto, and afford all reasonable facilities for a search therein.*

*(2) If ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in manner provided by section 48.*

*(3) Where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched. If such person is a woman, the directions of section 52 shall be observed.*

***103*. *Search to be made in presence of witnesses.-*** *(1) Before making a search under this Chapter, the officer or other person about to make it shall call upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do.*

*(2) The search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses; but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the Court as a witness of the search unless specially summoned by it.*

*(3)* ***Occupant of place searched may attend.*** *The occupant of the place searched, or some person in his behalf, shall, in every instance, be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared under this section, signed by the said witnesses, shall be delivered to such occupant or person at his request.*

*(4) When any person is searched under section 102, sub-section (3), a list of all things taken possession of shall be prepared, and a copy thereof shall be delivered to such person at his request.*

*(5) Any person who, without reasonable cause, refuses or neglects to attend and witness a search under this section, when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him, shall be deemed to have committed an offence under section 187 of the Penal Code.*

***104. Power to impound document etc. produced.-*** *Any Court may, if it thinks fit, impound any document or thing produced before it under this Code.*

***105**. **Magistate may direct search in this presence.-*** *Any Magistrate, whether Executive or Judicial may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue a search-warrant.*

## অধ্যায়-৮

## আপীল সংক্রান্ত

সাধারণতঃ নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উর্দ্ধতন আদালতে বিচার প্রার্থনা করাকে আপীল বলা যায়। মোবাইল কোর্টে প্রদত্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল সংক্রান্ত বিধান মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ১৩ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

*১৩। **আপীল**।-(১) এই আইনের অধীন আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।*

*(২) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিজে উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবেন অথবা তাঁহার অধীনস্ত যে কোন অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট উহা শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন।*

*(৩) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের নিকট দায়ের করিতে হইবে, এবং দায়রা জজ নিজে উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করিবেন কিংবা কোন অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিবেন।*

*(৪) এই ধারার অধীন আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ৩১ এর বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহকারে প্রযোজ্য হইবে।*

*(৫) এই ধারার অধীন দায়েরকৃত আপীল ফৌজদারী কার্যবিধির কেবল ধারা ৪১২ এর নির্ধারিত পরিসরে সীমিত থাকিবে।*

### ১৩ ধারার ব্যাখ্যা

(১) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দন্ডের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রসম্পন্ন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপীল দায়ের করতে পারবেন।

(২) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিজে আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করতে পারেন অথবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর অধীনস্থ অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উহার শুনানী এবং নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করতে পারেন।

(৩) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আঞ্চলিক অধিক্ষেত্রসম্পন্ন দায়রা জজের নিকট আপীল দায়ের করতে পারেন।

(৪) দায়রা জজ নিজে উক্ত আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তি করতে পারেন অথবা তিনি তাঁর অধীনস্থ কোন অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করতে পারেন।

(৫) আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩১ অধ্যায়ের বিধানাবলী যতদূর সম্ভব, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহকারে প্রযোজ্য হবে।

(৬) ঘটনার প্রশ্নে এবং আইনের প্রশ্নে আপীল গ্রহণ করা যাবে। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কিনা এবং আইনগতভাবে দণ্ডিত ব্যক্তিকে দণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা দেখার এখতিয়ার আপীল আদালতের ।

(৭) সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি আপীল আদালতে আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন।

(৮) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দণ্ডিত ব্যক্তি জামিন প্রার্থনা করলে এবং প্রদত্ত দণ্ডের বিষয়ে আইনগত প্রশ্ন উত্থাপন করলে আপীল আদালত হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারি কার্যবিধির ৪২৬(১) ধারামতে আসামিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারেন এবং প্রদত্ত দণ্ডের কার্যকারিতা স্থগিতের আদেশ দিতে পারেন।

(৯) এই আইনের অধীনে দায়েরকৃত আপীল ফৌজদারি কার্যবিধির ৪১২ ধারায় নির্ধারিত সীমিত পরিসরে প্রযোজ্য হবে।

(১০) ফৌজদারি কার্যবিধির-৪১২ ও ৪২৬ (১) ধারাদ্বয় নিম্নরুপ:

***412. No appeal in certain cases when accused pleads guilty.-*** *Notwithstanding anything hereinbefore contained where an accused person has pleaded guilty and has been convicted by a Court of Session or any Metropolitan Magistrate or Magistrate of the first class on such plea, there shall be no appeal except as to the extent or legality of the sentence.*

***426. Suspension of sentence pending appeal, Release of appellant on bail.-*** *(1) Pending any appeal by a convicted person, the Appellate Court may, for reasons to be recorded by it in writing, order that the execution of the sentence or order appealed against be suspended and, also, if he is in confinement, that he be released on bail or on his own bond.*

*(2) The power conferred by this section on an Appellate Court may be exercised also by the High Court Division in the case of any appeal by a convicted person to a Court subordinate thereto.*

*(2A) When any person is sentenced to imprisonment for a term not exceeding one year] by a Court, and an appeal lies from that sentence, the Court may, if the convicted person satisfies the Court that he intends to present an appeal, order that he be released on bail for a period sufficient in the opinion of the Court to enable him to present the appeal and obtain the orders of the Appellate Court under sub-section (1) and the sentence of imprisonment shall, so long as he is so released on bail, be deemed to be suspended.*

*(2B) Where High Court Division is satisfied that a convicted person has been granted special leave to appeal to the Appellate Division of the Supreme Court against any sentence which it has imposed or maintained, it may if it so thinks fit order that pending the appeal the sentence or order appealed against be suspended, and also, if the said person is in confinement, that he be released on bail.*

*(3) When the appellant is ultimately sentenced to imprisonment, or transportation, the time during which he is so released shall be excluded in computing the term for which he is so sentenced.*

# অধ্যায়-৯

## সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যরক্ষণ, তফসিল সংশোধন, বিধি প্রণয়ন প্রভৃতি

**সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যরক্ষণঃ**

ন্যায় বিচারের চেতনায় সম্পূর্ণ অবিচল থেকেও বিচার-কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল-ত্রুটি হতে পারে। এ ভুল যদি সরল বিশ্বাসে হয় তাহলে আইনতঃ সেটি কোন অপরাধ হবে না। কোন কাজ সৎভাবে করা হলেই তা সরল বিশ্বাসে (in good faith) করা হয়েছে বলা যায়। যদি যথাবিহিত যত্ন ও মনোযোগ সহকারে কোন কাজ করা হয়, তাহলে তা সদ্‌বিশ্বাসে করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। কোন ব্যক্তি আইনবলে কোনো কার্য করতে বাধ্য বিবেচনায় সদ্‌বিশ্বাসে করলে, উক্ত কার্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্য রক্ষণ সম্পর্কিত বিধান মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ১৪ ধারায় নিম্নোক্তভাবে দেওয়া হয়েছেঃ

*__১৪। সরল বিশ্বাসে কৃত কার্যরক্ষণ।__- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত, বা কৃত বলিয়া বিবেচিত, কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা রুজু করিতে পারিবেন না।*

**১৪ ধারার ব্যাখ্যা**

(১) মোবাইল কোর্ট আইনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টের কোন কার্যক্রমের কারণে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং এক্সিকিউটিভ বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত বিচারিক কার্যক্রম সরল বিশ্বাসে কৃত বা সম্পাদিত মর্মে বিবেচিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা রুজু করতে পারবেন না।

(২) একইভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি সরল বিশ্বাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কোন কার্যক্রমে জড়িত থাকলে, মোবাইল কোর্টের কোন কার্যের জন্য কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যধারা রুজু করতে পারবেন না।

**তফসিল সংশোধনের ক্ষমতাঃ**

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে কার্যকর ও অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রণীত হয়। ২০০৭ সালে সর্বপ্রথম ৫৯টি আইনের তফসিল সংবলিত মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৭ (২০০৭ সালের ৩১ নম্বর অধ্যাদেশ) প্রণীত হয়। ২০০৯ সালে ৮০টি আইন নিয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার তফসিল সংবলিত মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৬ নম্বর অধ্যাদেশ) প্রণীত হয়। ২০০৯ সালে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নম্বর আইন) প্রণীত হয় যা বর্তমানে কার্যকর আছে। G‡Z ৯৭টি আইন তফসিলভুক্ত করা হয়েছে (অধ্যায়-১০-এ তফসিলভুক্ত ৯৭টি আইন উল্লেখ করা হয়েছে)। এভাবে সরকার তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের প্রয়োজনের নিরিখে কোন আইন মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করে বা এ আইনের তফসিলে অন্তর্ভুক্ত কোন আইন বাতিল করে। এজন্য ১৫ ধারাটি এ আইনে সংযোজন করা হয়েছে। তফসিল সংশোধনের ক্ষমতাসম্পন্ন ধারা ১৫ নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

*১৫। **তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা**।-সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।*

**বিধি প্রণয়নঃ**

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ একটি পদ্ধতিগত আইন, যা পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। ১৭টি ধারা সংবলিত এ আইনটির প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যাপক। এ আইন বাস্তবায়নের পদ্ধতি সহজবোধ্য করা এবং এর বিধানসমূহ স্পষ্টীকরণের নিমিত্ত বিধি প্রণয়নের লক্ষ্যে ধারা-১৬ সংযোজন করা হয়েছে। সরকার (এক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) প্রয়োজনে বিধি প্রণয়ন করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট ধারাটি নিম্নরূপঃ

*১৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।*

**মোবাইল কোর্ট আইন রহিতকরণ ও হেফাজতঃ**

মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রণয়নের পূর্বে মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৯ এবং তৎপূর্বে মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৭ বলবৎ ছিল। মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৯-এর অধীনে গৃহীত সকল আইনগত ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এ ১৭ ধারাটি সংযোজন করা হয়েছে। উক্ত ধারাটির বিধান নিম্নে দেওয়া হলঃ

*১৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬ নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।*

*(২) অনুরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ এর অধীন কৃত কোন কাজ কর্ম, গৃহীত কোন ব্যবস্থা বা কার্যধারা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।*

## অধ্যায়-১০

## মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে করণীয় ও বর্জনীয়

(১) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ ও এর তফসিলভুক্ত আইনসমূহ সম্পর্কে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট আইনের বই সঙ্গে রাখা যেতে পারে।

(২) মোবাইল কোর্ট আইনের তফসিল -বহির্ভূত কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

(৩) নৈর্ব্যক্তিকভাবে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। শাস্তি প্রদান করা হলেও শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাতে উপলব্ধি করতে পারে যে, তার প্রতি অন্যায়ভাবে দন্ড আরোপ করা হয়নি ।

(৪) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ সংঘটিত বা উদ্‌ঘাটিত হয়নি এমন অভিযোগে কোন ব্যক্তিকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারার্থে হাজির করা হলেও উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্টে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। এসব ক্ষেত্রে মামলাটি এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে প্রেরণ কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করা যাবে না।

(৫) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অভিযোগ গঠন করার পর অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করলে তার স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যবিধির ৩৬৪ ধারা এবং ১৬৪ ধারার বিধান এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অনুসরণ করার আবশ্যকতা নাই এবং ফৌজদারি কার্যবিধির নির্ধারিত কোন ফর্ম ব্যবহার করারও প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের নাম এবং মামলা নম্বর, তারিখ, বাদী ও অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং মামলার ধারা উল্লেখপূর্বক সাদা কাগজে অভিযুক্ত ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ নাম-ঠিকানা এবং যতদূর সম্ভব অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজ ভাষায় প্রদত্ত স্বীকারোক্তি উপস্থিত দু’জন সাক্ষীর সম্মুখে ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করবেন এবং এতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীগণের স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। এছাড়াও স্বীকারোক্তি যে কাগজে লেখা হয়েছে তাতে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং তাঁর দাপ্তরিক সিলমোহর ব্যবহার করবেন।

(৬) সাজা পরোয়ানায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নাম, পদবি ও স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং সিলমোহর ব্যবহার করতে হবে।

(৭) অর্থদণ্ড আদায়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত রশিদের সকল কলাম যথাযথভাবে পূরণ করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর করবেন এবং নিজের নাম ও পদবি সংবলিত সিলমোহর ব্যবহার করবেন। তিনি ঘটনাস্থলে পূরণকৃত রশিদের প্রথম কপি তাৎক্ষণিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করবেন । অর্থদণ্ড/ জরিমানা আদায়ের প্রমাণস্বরুপ কার্বন কপির অপর পৃষ্ঠায় দণ্ডিত ব্যক্তির স্বাক্ষর কিংবা ক্ষেত্রমতে টিপসহি রাখা যেতে পারে। কার্বন কপি হেফাজতে রাখার জন্য তিনি পেশকারকে নির্দেশ দেবেন। সেই সঙ্গে জরিমানা আদায়ের রশিদ নম্বর ও তারিখ আদেশপত্রের পার্শ্বে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে।

(৮) কিছু অপরাধের দণ্ড ও দণ্ডের পরিমাণ উদ্ধারকৃত আলামতের পরিমাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেমন- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ১৯ ধারার উপধারা (১)-এ বর্ণিত টেবিলের ক্রমিক নম্বর ৭(ক) অনুযায়ী মাদকদ্রব্যের পরিমাণ অনূর্ধ্ব ৫ কেজি হলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনূর্ধ্ব ৩ বছর কারাদণ্ড প্রদান করা যাবে । এ ধারায় দণ্ড দিতে গেলে গাঁজা উদ্ধার ও জব্দ তালিকা থাকা জরুরি। কারণ, এটি মালামাল উদ্ধারের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় ।

(৯) যে ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দণ্ডসীমা উল্লেখ রয়েছে, সেক্ষেত্রে উক্ত সীমার মধ্যেই দণ্ড আরোপ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ- কোন ধারায় সাজা ‘অন্যূন ৩ মাস এবং অনূর্ধ্ব ১ বৎসর’ উল্লেখ থাকলে ৩ মাসের নিচে সাজা দেওয়া যাবে না । অনুরূপভাবে ০১(এক) বছরের উর্ধ্বেও সাজা দেওয়া যাবে না।

(১০) কোন আইনের ধারায় শুধু ‘অনূর্ধ্ব ১ বৎসর কারাদণ্ড (which may extend to one year)’ কথাটি উল্লেখ রয়েছে, সেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কমপক্ষে ০১ (এক) দিন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া যাবে ।

(১১) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯- এর তফসিলভুক্ত বেশ কিছু আইনের অপরাধ আমলে নেওয়া এবং দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটিং এজেন্সি কর্তৃক আলামতের নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করতে হয়। এজন্য এসব আইনের অধীনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার পূর্বেই আলামত পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি (যেমন-formalin kit) সহকারে উপস্থিত থাকতে সংশ্লিষ্ট প্রসিকিউটিং এজেন্সিকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট লিখিতভাবে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রদান করতে পারেন।

(১২) মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯- এর তফসিলভুক্ত আইনে যে সংস্থাকে মামলা দায়ের বা প্রসিকিউশন দাখিলের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সে সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য কোন সংস্থার দাখিলকৃত প্রসিকিউশন মামলা আমলে নেওয়ার সুযোগ নাই। তবে, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ সংঘঠিত বা উদ্‌ঘাটিত হলে তিনি নিজে মামলা আমলে নিতে পারবেন।

(১৩) ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আপীল দায়ের করা হলে আপীল আদালত দণ্ডাদেশ প্রদানকারী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে সংশ্লিষ্ট মামলার নথি ফিরিস্তি করে আপীল আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দেবেন।

(১৪) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে জনসমর্থনের বিষয়ে সজাগ থাকা যুক্তিযুক্ত। অনুকূল জনমত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার কারণে জনগণের কী উপকার হচ্ছে তাৎক্ষণিকভাবে তা সমবেত জনতাকে প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করে বুঝানো যেতে পারে । সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, “Justice must not only be done, it must be seen to be done” .

# অধ্যায়-১১

## মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত আইনসমূহ

তফসিল

**ধারা-৬ দ্রষ্টব্য**

(1) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) Gi sections143, 144, 145, 147, 148, 152, 153, 160, 171E, 171F, 171G, 171H, 171I, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 225, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358;

(2) Public Gambling Act, 1867 (Act No. II of 1867);

(3) Sarais Act, 1867 (Act No. XXII of 1867);

(4) Touts Act, 1879 (Act No. XVIII of 1879);

(5) Ferries Act, 1885 (Act No. I of 1885);

(6) Railways Act, 1890 (Act No. IX of 1890);

(7) Ports Act, 1908 (Act No. XV of 1908);

(8) Electricity Act, 1910 (Act No. IX of 1910);

(9) Cinematograph Act, 1918 (Act No. II of 1918);

(10) Juvenile Smoking Act, 1919 (Act No. II of 1919);

(11) Poisons Act, 1919 (Act No. XII of 1919);

(12) Cruelty to Animals Act, 1920 (Act No. I of 1920);

(13) Passport Act, 1920 (Act No. XXXIV of 1920);

(14) Cantonments Act, 1924 (Act No. II of 1924);

(15) Highways Act, 1925 (Act No. III of 1925);

(16) Forest Act, 1927 (Act No. XVI of 1927);

(17) Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XVIII of 1929);

(18) Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983); এস, আর, ও নং ২৭৪-আইন/২০১১ বলে বিলুপ্ত;

(19) Places of Public Amusement Act, 1933 (Bengal Act No. X of 1933);

(20) Petroleum Act, 1934 (Act No. XXX of 1934);

(21) Criminal Law (Industrial Areas) Amendment Act, 1942 (Act No. IV of 1942);

(22) Vagrancy Act, 1943 (Bengal Act No. VII of 1943);

(23) Protection of Ports (Special Measures) Act, 1948 (Act No. XVII of 1948);

(24) Protection and Conservation of Fish Act, 1950 (East Bengal Act No. XVIII of 1950);

(25) Control of Entry Act, 1952 (Act No. LV of 1952);

(26) Building Construction Act, 1952 (West Bengal Act No. II of 1952);

(27) Control of Essential Commodities Act, 1956 (East Pakistan Act No. I of 1956);

(28) Animals Slaughter (Restriction) and Meat Control Act, 1957 (East Pakistan Act No. VIII of 1957);

(29) Pure Food Ordinance, 1959 (East Pakistan Ordinance No. LXVIII of 1959);

(30) Civil Aviation Ordinance, 1960 (Ordinance No. XXXII of 1960);

(31) Port Authorities Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinance, 1962 (Ordinance No. IX of 1962);

(32) Censorship of Films Act, 1963 (Act No. XVIII of 1963);

(33) Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 (East Pakistan Act No. IX of 1964);

(34) Pilotage Ordinance, 1969 (Ordinance No. V of 1969);

(35) The Government and Local Authority Lands and Building (Recovery of Possession) Ordinance, 1970 (East Pakistan Ordinance No. XXIV of 1970);

(36) Pesticides Ordinance, 1971 (Ordinance No. II of 1971);

(37) The Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 (P.O. No. 130 of 1972); এস, আর, ও নং ২৭৪-আইন/২০১১ বলে বিলুপ্ত;

(38) Representation of the People Order, 1972 (P.O. No. 155 of 1972);

(39) Printing Presses and Publications (Declaration and Registration) Act, 1973 (Act No. XXIII of 1973);

(40) Bangladesh Wild Life (Preservation) Order, 1973 (President's Order No. 23 of 1973);

(41) Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 (Act No. XXVI of 1974);

(42) Chittagong Port Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LII of 1976);

(43) Mongla Port Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LIII of 1976);

(44) Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No.LXXII of 1976);

(45) Paurashava Ordinance, 1977 (Ordinance No. XXVI of 1977); এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ বলে বিলুপ্ত;

(46) Seeds Ordinance, 1977 (Ordinance No. XXXIII of 1977);

(47) Note-Books (Prohibition) Act, 1980 (Act No. XII of 1980);

(48) Medical and Dental Council Act, 1980 (Act No. XVI of 1980);

(49) Public Examinations (Offences) Act, 1980 (Act No. XLII of 1980);

(50) Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No.IV of 1982);

(51) Drugs (Control) Ordinance, 1982 (Ordinance No. 8 of 1982);

(52) Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Ordinance No. XII of 1982);

(53) Chittagong City Corporation Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXV of 1982); এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ বলে বিলুপ্ত;

(54) Bangladesh Hotels and Restaurants Ordianance, 1982 (Ordinance No. LII of 1982);

(55) Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983 (Ordinance No. XX of 1983);

(56) Bangladesh Merchants Shipping Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXVI of 1983);

(57) Bangladesh Uniani and Ayurvedic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXII of 1983);

(58) Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (Ordinance No. XL of 1983); এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ বলে বিলুপ্ত;

(59) Bangladesh Homeopathic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No. XLI of 1983);

(60) Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983);

(61) Breast-Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXIII of 1984);

(62) Khulna City Corporation Ordinance, 1984 (Ordinance No. LXXII of 1984); এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ বলে বিলুপ্ত;

(63) Bangladesh Standards and Testing Institution Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXVII of 1985);

(64) রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ৩৮ নং আইন); এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ বলে বিলুপ্ত;

(65) অস্থাবর সম্পত্তি হুকুম দখল আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৬ নং আইন);

(66) ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৮ নং আইন);

(67) আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১০ নং আইন);

(68) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন);

(69) খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৯ নং আইন);

(70) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর ধারা ১৫ এ উল্লিখিত টেবিলের ক্রমিক নং ৩ এবং ৪ (খ);

(71) পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ৬ নং আইন);

(72) বিমান-নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৭ নং আইন);

(73) মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৫ নং আইন);

(74) সিলেট সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১০ নং আইন); এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ বলে বিলুপ্ত;

(75) বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১১ নং আইন); এস, আর, ও নং ১৫৬-আইন/২০১০ বলে বিলুপ্ত;

(76) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১ নং আইন);

(77) নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১২ নং আইন);

(78) অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৭ নং আইন);

(79) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন);

(80) ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১১ নং আইন);

(81) সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬ ( ২০০৬ সনের ৬ নং আইন);

(82) বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন আইন, ২০০৬ ( ২০০৬ সনের ২৯ নং আইন);

(83) কেব্‌ল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৮ নং আইন);

(84) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন);

(85) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২৬ নং আইন);

(86) উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪নং আইন);

(87) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন);

(88) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন);

(89) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);

(90) Jute Ordinance, 1962 (Ordinance No. LXXIV of 1962);

(91) Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 (President’s order No. 130 of 1972);

(92) বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪০ নং আইন);

(93) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর Section 509;

(94) মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৩৬ নং আইন);

(95) রিয়েল এষ্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন);

(96) বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬২ নং আইন);

(97) দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১নং আইন) ।

# অধ্যায়-১২

**পরিশিষ্ট-ক**

## ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ অনুযায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণ ছক

জেলার নাম:

| ক্রম | কর্মকর্তার নাম, পরিচিতি নম্বর ও পদবি | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | যে আইনের অধীন ক্ষমতা অর্পণের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে উহার নাম ও সংশ্লিষ্ট ধারা (সমূহ)/বিবরণ | ক্ষমতা অর্পণের যৌক্তিকতা | পূর্বের কর্মস্থলে অনুরূপ ক্ষমতা ছিল কিনা? | প্রস্তাবিত কর্মকর্তার 'আইন ও প্রশাসন কোর্স' প্রশিক্ষণ আছে কিনা? | জেলায় কতজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরূপ ক্ষমতা রয়েছে | জেলায় বর্তমানে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৪৪ ও ১৪৫ অনুযায়ী মোট পেন্ডিং মামলার সংখ্যা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| | | | | | | | | | |

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও সিল

(তারিখসহ)

**আদেশপত্রের নমুনা -১**

## শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে
## {ধারা-৭(২) অনুযায়ী)}

**এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের রেকর্ডের জন্য আদেশনামা**

জনাব/ বেগম...................................................................., এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ..........................................., জেলা.......................................... -এর আদালত।

মোবাইল কোর্ট মামলা নম্বর-.................... তারিখঃ ................ সন ...................।

রাষ্ট্র বনাম (অভিযুক্তের নাম)................................................................

| আদেশের ক্রমিক নম্বর | তারিখ | আদেশ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|
| ১। | | অদ্য ................. তারিখ ................... ঘটিকার সময় ................ জেলার .............. উপজেলাধীন ................ স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে জনাব--------------------, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ............ উপজেলা, জেলা- ............. জনাব*.................................................................... পিতা...................................................................... বয়স ..............পেশা................................................. ঠিকানা (পূর্ণাঙ্গ)......................................................... ........................................................................... এর বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯-এর ৬(১) ধারার অভিযোগ লিখিতভাবে দায়ের করেছেন। অভিযোগটি দেখলাম।<br><br>(সংক্ষেপে অপরাধের বর্ণনা) উদাহরণস্বরূপ :- ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, জনাব--------------------, মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলার আরিচা বাজারস্থ ............. হোটেলে নোংরা পরিবেশে পঁচা বাসি খাবার বিক্রি করছেন। | |

* অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | উপস্থিত উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর উক্ত হোটেলের খাবার পরীক্ষা করে উহা পঁচা ও বাসি হওয়ায় এবং হোটেলের পরিবেশ নোংরা থাকায় হোটেলের মালিক/ ম্যানেজার হিসাবে তার/ তাদের বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর ৬(১) ধারায় অভিযোগটি দায়ের করেন ।<br><br>আমার সম্মুখে অপরাধ উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় (অভিযুক্তের নাম) এর বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯-এর ৬(১) ধারায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করলাম।<br><br>আলামত হিসাবে পঁচা এবং বাসি খাবার ঘটনাস্থলে উপস্থিত ২ জন সাক্ষীর সম্মুখে জব্দ করে আলাদা কাগজে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হল।<br><br>অভিযোগ গঠনের প্রাথমিক উপাদান বিদ্যমান থাকায় বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯-এর ৬(১) ধারায় ................ -এর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হল। গঠিত অভিযোগ তাকে পড়ে ও ব্যাখ্যা করে শোনানো হয় এবং তিনি অভিযোগ স্বীকার করেন কিনা জানতে চাওয়া হয়। জবাবে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করেন।<br><br>অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি উপস্থিত সাক্ষী (১) জনাব-------------------------- এবং (২) জনাব----------------- -এর সম্মুখে তাদের স্বাক্ষর/ টিপসই এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আলাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হল।<br><br>এই আদালতের সম্মুখে গঠিত অভিযোগ অভিযুক্ত ব্যক্তি সজ্ঞানে এবং বিনা প্ররোচনায় স্বীকার করায় তাকে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ - এর ৭(২) ধারার বিধানমতে দোষী সাব্যস্ত করে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯-এর ৬(১) ধারার অপরাধের জন্য ১৫ (পনের) দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড/ ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হল; অর্থদণ্ড অনাদায়ে ৫ (পাঁচ) দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হল। সাজা পরোয়ানামূলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জেল হাজতে প্রেরণ করা হোক।<br><br>আলামত আমার সম্মুখে ধ্বংস করা হোক। (আলামত সংরক্ষণযোগ্য হলে নমুনা সংরক্ষণ করতে প্রসিকিউটিং এজেন্সিকে নির্দেশ দেওয়া হল)। মামলার নথি সংরক্ষণ করা হোক।<br><br><br>(সিলমোহর) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও তারিখ | |

আদেশপত্রের নমুনা -২

## অভিযোগ গঠনের পর অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে {ধারা- ৭(৩) অনুযায়ী)}

### এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের রেকর্ডের জন্য আদেশনামা

জনাব/ বেগম...................................................................., এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ..........................................., জেলা........................................ -এর আদালত।

মোবাইল কোর্ট মামলা নম্বর-................. তারিখঃ ................ সন ...................।

রাষ্ট্র বনাম (অভিযুক্তের নাম)......................................................

| আদেশের ক্রমিক নম্বর | তারিখ | আদেশ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|
| ১। | | অদ্য.....................তারিখ ..................... ঘটিকার সময় ....... জেলার ................উপজেলাধীন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাই বাসস্ট্যান্ডে যানবাহনের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে জনাব---------------, পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ধামরাই, ঢাকা জনাব*................................ পিতা ............................. বয়স ................................. পেশা ........................................................................ ঠিকানা (পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা) ................................................ .......................................................................... জেলা ............ -এর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ১৯(১) টেবিলের ৭(ক) ধারার অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগটি দেখলাম।<br><br>ঘটনাস্থলে উপস্থিত ২ জন সাক্ষীর সম্মুখে আলাদা কাগজে আলামত হিসাবে উদ্ধারকৃত ৫০০(পাঁচশত) গ্রাম গাঁজার জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হল। | |

* অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাই বাসস্ট্যান্ডে যানবাহনের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে অভিযুক্ত জনাব* --------------------- -এর নিকটে থাকা একটি ব্যাগ তল্লাশী করে ৫০০ (পাঁচশত) গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয় । মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক উদ্ধারকৃত গাছগুলিকে গাঁজা গাছ হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ১৯(১) টেবিলের ৭(ক) ধারার অভিযোগ দাখিল করেন।<br><br>আমার সম্মুখে অপরাধ উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় অভিযুক্ত জনাব-----------এর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ১৯(১) টেবিলের ৭(ক) ধারায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করা হল।<br><br>অভিযোগ গঠনের প্রাথমিক উপাদান বিদ্যমান থাকায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ১৯(১) টেবিলের ৭(ক) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গঠিত অভিযোগ পড়ে ও ব্যাখ্যা করে শোনানো হলে আসামি জানান যে, তার পার্শ্ববর্তী আসনে বসা লোকটি মোবাইল কোর্ট দেখে একটি ব্যাগ ফেলে পেছনের দরজা দিয়ে দ্রুত নেমে গেছে । তিনি একজন ছাত্র এবং কলেজ হতে বাড়ি যাচ্ছিলেন। তিনি গঠিত অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং উদ্ধারকৃত আলামত তার না হওয়ায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন ।<br><br>অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য পর্যালোচনা করা হল। উপস্থিত সাক্ষীগণ জানান যে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে তারা একজন লোককে দ্রুত পালিয়ে যেতে দেখেছেন। তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তি ভাল চরিত্রের অধিকারী মর্মে তারা সাক্ষ্য দেন। এছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পাশের আসনটি খালি দেখা গেল।<br><br>পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় এবং আদালতের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য সন্তোষজনক হওয়ায় গঠিত অভিযোগ হতে মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৭(৩) ধারার বিধান মতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদান করা হল।<br><br>আলামতের নমুনা সংরক্ষণ করতে প্রসিকিউটিং এজেন্সিকে নির্দেশ দেওয়া হল। অবশিষ্ট আলামত আমার সম্মুখে এখনই ধ্বংস করা হোক। মামলার নথি সংরক্ষণ করা হোক।<br><br><br>(সিলমোহর) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও তারিখ | |

**আদেশপত্রের নমুনা -৩**

## অভিযোগ স্বীকার না করার ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে বিচারার্থে প্রেরণের ক্ষেত্রে {ধারা- ৭(৪) অনুযায়ী}

### এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের রেকর্ডের জন্য আদেশনামা

জনাব/ বেগম..............................................................., এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, .........................................., জেলা....................................... -এর আদালত।

মোবাইল কোর্ট মামলা নম্বর-................ তারিখঃ ................ সন ...................।

রাষ্ট্র বনাম (অভিযুক্তের নাম)..................................................

| আদেশের ক্রমিক নম্বর | তারিখ | আদেশ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|
| ১। | | অদ্য.....................তারিখ ..................... ঘটিকার সময় ....... জেলার ................উপজেলাধীন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাই বাসস্ট্যান্ডে যানবাহনের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে জনাব---------------, পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ধামরাই, ঢাকা জনাব*..................................... পিতা .............................. বয়স ................................. <br><br> পেশা ............................ ঠিকানা (পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা) ........................................................................ জেলা ............ -এর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ১৯(১) টেবিলের ৭(ক) ধারার অভিযোগ লিখিতভাবে দায়ের করেছেন। অভিযোগটি দেখলাম। <br><br> ঘটনাস্থলে উপস্থিত ২ জন সাক্ষীর সম্মুখে আলাদা কাগজে আলামত হিসাবে উদ্ধারকৃত ৫০০(পাঁচশত) গ্রাম গাঁজার জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হল। <br><br> ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের ধামরাই বাসস্ট্যান্ডে যানবাহনের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে অভিযুক্ত জনাব*----------------------------- -এর নিকটে থাকা একটি ব্যাগ তল্লাশী করে ৫০০ (পাঁচশত) গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয় । মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক উদ্ধারকৃত গাছগুলিকে গাঁজা গাছ হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ১৯(১) টেবিলের ৭(ক) ধারার অভিযোগ দাখিল করেন। | |

* অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম

আমার সম্মুখে অপরাধ উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় অভিযুক্ত জনাব --------------------------------- -এর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ১৯(১) টেবিলের ৭(ক) ধারায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করা হল।

অভিযোগ গঠনের প্রাথমিক উপাদান বিদ্যমান থাকায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ১৯(১) টেবিলের ৭(ক) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গঠিত অভিযোগ পড়ে ও ব্যাখ্যা করে শোনানো হলে আসামি জানান যে, তার পার্শ্ববর্তী আসনে বসা লোকটি মোবাইল কোর্ট দেখে একটি ব্যাগ ফেলে পিছনের দরজা দিয়ে দ্রুত নেমে গেছে । তিনি ঢাকা থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি একজন মুদি ব্যবসায়ী। তিনি গঠিত অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং উদ্ধারকৃত আলামত তার না হওয়ায় নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন ।

অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য পর্যালোচনা করা হল। উপস্থিত সাক্ষীগণের বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা গেল। ঘটনার সময় বা ঘটনার পরপর কোন ব্যক্তি বাস থেকে নামেনি। বাসের কনডাক্টর - -----------------------------(যিনি জব্দ তালিকার ২ নম্বর সাক্ষী) জানান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ঢাকা থেকে বাসে উঠেছেন এবং আটককৃত ব্যাগটি অভিযুক্ত ব্যক্তির, তাছাড়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পাশের আসনটিতে কোন যাত্রী ছিল না। অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটবর্তী অপর বাস যাত্রী জনাব------------------ ঠিকানা ------ ---------------------------------------(যিনি জব্দ তালিকার ১ নম্বর সাক্ষী) জানান যে, তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যাগটি তার হেফাজতে রাখতে দেখেছেন।

উল্লিখিত কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য সঠিক মর্মে গ্রহণ করা গেল না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও উপস্থিত সাক্ষীদের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে আদালতের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধে জড়িত মর্মে প্রতীয়মান হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি গঠিত অভিযোগ অস্বীকার করায় তাকে যথাযোগ্য আদালতে বিচারার্থে প্রেরণ করা যুক্তিযুক্ত। এমতাবস্থায়, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৭(৪) ধারার বিধান মতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা বরাবরে বিচারার্থে প্রেরণ করা হোক।

আলামতের নমুনা সংরক্ষণ করতে প্রসিকিউটিং এজেন্সিকে নির্দেশ দেওয়া হল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা-এর আদালতে উপস্থাপনের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ধামরাই-কে বলা হোক।

আদেশের অনুলিপি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ধামরাই থানাকে প্রদান করা হোক। মামলার ছায়ানথি বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা-এর আদালতে প্রেরণ করা হোক।

(সিলমোহর)          এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও তারিখ

**অধিকতর শাস্তির জন্য মামলা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে প্রেরণ {৬(৪) ধারা অনুযায়ী}**

**এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের রেকর্ডের জন্য আদেশনামা**

জনাব/বেগম.................................................................., এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ..........................................., জেলা........................................ -এর আদালত।

মোবাইল কোর্ট মামলা নম্বর-.................. তারিখঃ ................ সন ...................।

রাষ্ট্র বনাম (অভিযুক্তের নাম)...........................................................

| আদেশের ক্রমিক নম্বর | তারিখ | আদেশ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|
| ১। | | অদ্য.....................তারিখ ..................... ঘটিকার সময় ....... জেলার ................উপজেলাধীন..........ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি বাসস্ট্যান্ডে যানবাহনের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে জনাব* .............................. ............................. পিতা .................................... বয়স .................. পেশা ....................... ঠিকানা (পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা) ....................................................................... জেলা ............ -এর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ১৯(১) টেবিলের ৭(ক) ধারার অভিযোগ আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উপস্থিত জনাব-----------------------------, পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগটি দেখলাম।<br><br>ঘটনাস্থলে উপস্থিত ২ জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে এবং আমার সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে উদ্ধারকৃত ৫(পাঁচ) কেজি গাঁজা এবং নগদ তিন লক্ষ টাকার জব্দ তালিকা আলাদা কাগজে প্রস্তুত করা হল। | |

* অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম

আমার সম্মুখে অপরাধ উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় অভিযুক্ত জনাব* ..........................................-এর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ১৯(১) টেবিলের ৭(ক) ধারায় অপরাধ আমলে গ্রহণ করা হল।

অভিযোগ গঠনের পর্যাপ্ত উপাদান বিদ্যমান থাকায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ১৯(১) টেবিলের ৭(ক) ধারায় অভিযোগ গঠন করা হল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গঠিত অভিযোগ পড়ে ও ব্যাখ্যা করে শোনানো হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নগদ টাকার বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি জানায় যে, এ টাকা পূর্বেকার গাঁজা বিক্রয়লব্ধ টাকা। অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ স্বীকারোক্তি উপস্থিত ২ জন সাক্ষীর সম্মুখে তাদের স্বাক্ষর এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষরসহ আলাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হল।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট থেকে ৫ (পাঁচ) কেজি গাঁজা এবং নগদ তিন লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত টাকা ইতঃপূর্বে বিক্রিত গাঁজার টাকা মর্মে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বীকার করেছে। এর থেকে আদালত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট ৫ কেজির উর্ধ্বে গাঁজা ছিল এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি অভ্যাসগতভাবে গাঁজার ব্যবসায়ী। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৮(১) ধারা অনুযায়ী এ আদালতের সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদন্ড প্রদানের এখতিয়ার রয়েছে। অপরদিকে গাঁজা বিক্রয় করে যুবশক্তিকে ধ্বংসকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির কৃত অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করে এ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, তাকে ২ বছরের কারাদন্ড প্রদান যথেষ্ট হবে না।

এমতাবস্থায়, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর ৬(৪) ধারার বিধান মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের করার জন্য পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা-কে বলা হল। আদেশের ছায়ালিপি ভারপ্রাপ্ত কমর্কর্তা, দাউদকান্দি থানা ও পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা-কে প্রদান করা হোক। অভিযুক্ত ব্যক্তি কে থানায় প্রেরণ করা হোক। জব্দকৃত মালামাল সংরক্ষণ করা হোক।

(সিলমোহর) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও তারিখ

## এজাহার হিসাবে গণ্য করার জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদানের ক্ষেত্রে {৬(৫) ধারা অনুযায়ী}

### এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের রেকর্ডের জন্য আদেশনামা

জনাব/ বেগম..................................................................., এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়/ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, .........................................., জেলা........................................ -এর আদালত।

মোবাইল কোর্ট মামলা নম্বর-................ তারিখঃ ................ সন ...................।

রাষ্ট্র বনাম (অভিযুক্তের নাম)................................................................

| আদেশের ক্রমিক নম্বর | তারিখ | আদেশ | স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|
| ১। | | অদ্য.....................তারিখ ..................... ঘটিকার সময় ....... জেলার ................উপজেলাধীন..........ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দি বাসস্ট্যান্ডে যানবাহনের উপর মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে জনাব* .......................................... পিতা ........................................... বয়স .................. পেশা ...................... ঠিকানা (পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা) ................... ............................................................................ ....... জেলা ............. -এর নিকট ২ (দুই) কেজি হেরোইন পাওয়া গেল। উপস্থিত জনাব---------------, পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ২ জন সাক্ষীর সম্মুখে উদ্ধারকৃত আলামতের জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন। পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দাউদকান্দি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে সোপর্দ করে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করেন।<br><br>দাখিলকৃত অভিযোগ এবং জব্দ তালিকা দেখলাম। আমার সম্মুখে অপরাধটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উদ্ধারকৃত আলামত অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তির কৃত অপরাধটি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০-এর ১৯(১) টেবিলের ১(খ) ধারার অপরাধ, যার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। অভিযুক্ত ব্যক্তির কৃত অপরাধটির বিচার করার ক্ষমতা এ আদালতের এখতিয়ার- বহির্ভূত। | |

* অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | এমতাবস্থায়, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর ৬(৫) ধারার বিধানমতে দাখিলকৃত অভিযোগটি এজাহার হিসাবে গণ্য করার জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দাউদকান্দি থানাকে নির্দেশ দেওয়া হল। গ্রেফতারকৃত অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং জব্দকৃত আলামতসহ আদেশের অনুলিপি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দাউদকান্দি থানার নিকট প্রেরণ করা হোক।<br><br>(সিলমোহর) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও তারিখ | |

**নমুনা ফর্ম- ৬**

## অভিযোগ গঠন
## {৭(১) ধারা অনুযায়ী}

জনাব/ বেগম..................................................................., এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, জেলা...........................................-এর আদালত।

মোবাইল কোর্ট মামলা নম্বর-.......................... তারিখঃ ........... সন ......................।

আমি[*]............................................................................ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ -

এতদ্বারা আপনি জনাব/ বেগম[**] -------------------------------কে নিম্নলিখিত রূপে অভিযুক্ত করছি যে, আপনি ..........................তারিখে আনুমানিক..................ঘটিকায় ------------ স্থানে ........................... করেছেন এবং এর দ্বারা বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর ৬(১) ধারার অধীনে অপরাধ করেছেন এবং তা আমার কর্তৃক পরিচালিত মোবাইল কোর্টে বিচার্য ।

এতদ্বারা আমি নির্দেশ দিচ্ছি যে, এই অভিযোগে আপনার বিচার অনুষ্ঠিত হবে।

গঠিত অভিযোগ আপনাকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করে শুনানো হয়েছে এবং আপনি তা শুনেছেন। .

প্রশ্নঃ আপনি কি আপনার বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ স্বীকার করেন?

উত্তরঃ আমি আমার বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ স্বীকার করি। আমি ভবিষ্যতে আর এমন অপরাধ করব না। আমি ক্ষমা চাই।

অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বাক্ষর/ টিপসই                    এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও তারিখ

আমাদের উপস্থিতিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ স্বীকার করলেন এবং
স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করলেনঃ

১। স্বাক্ষরঃ ................................................
নামঃ ..................................................
পিতার নামঃ .......................................
ঠিকানাঃ .............................................

২। স্বাক্ষরঃ ................................................
নামঃ ..................................................
পিতার নামঃ .......................................
ঠিকানাঃ .............................................

সিলমোহর                    এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও তারিখ

---

[*] এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের নাম

[**] অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম

**নমুনা ফর্ম-৭**

## জব্দ তালিকা
## {১২(২), ১২(৩) এবং ফৌঃ কাঃ বিঃ ১০৩ ধারা অনুযায়ী}

মোবাইল কোর্ট মামলা নং.............................

তারিখঃ ................................................

মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে আটককৃত মালামাল/ আলামত এর জব্দ তালিকা
(মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর ১২(২) ও ১২(৩) ধারা এবং ফৌঃ কাঃ বিঃ ১০৩ ধারার বিধান অনুসরণে)

১। জব্দ করার তারিখ ও সময় :
২। জব্দ করার স্থান :
৩। জব্দকৃত মালামাল/ আলামতের বিস্তারিত বিবরণ :

| ক্রমিক নম্বর | মালামাল/ আলামতের বিবরণ | মালামাল/ আলামতের পরিমাণ | আনুমানিক মূল্য |
|---|---|---|---|
| ১ | | | |

৪। যার হেফাজত থেকে জব্দকৃত তার/ অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও স্বাক্ষরঃ

নাম ................................................ পিতার নাম ....................................
বয়স ............................... পেশা ..................... ঠিকানা .......................................
.................................................. জেলা-ঢাকা।

হেফাজতকারীর/ অভিযুক্ত
ব্যক্তির স্বাক্ষর

উপস্থিত সাক্ষীদের স্বাক্ষর, নাম ও ঠিকানাঃ

ক) স্বাক্ষর ....................................................................................................
নাম ........................................... পিতার নাম ..........................................
ঠিকানা ....................................................................................................

খ) স্বাক্ষর ....................................................................................................
নাম .......................................... পিতার নাম ............................................
ঠিকানা ....................................................................................................

জব্দকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা ও স্বাক্ষর          এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর

**নমুনা ফর্ম -৮**

## জিম্মানামা (প্রয়োজনে)

জব্দকৃত মালামাল/ আলামত জিম্মায় প্রদানঃ

আমি ........................................................................................................
এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ৩ নং ক্রমিকে বর্ণিত মালামাল/ আলামত বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ মোতাবেক নিজ হেফাজতে আইনানুগভাবে সংরক্ষণ/ ব্যবস্থা গ্রহণ/ বিনষ্ট করব। অন্যথায় আইন অনুযায়ী দায়বদ্ধ থাকব।

____________________

জিম্মাদারের স্বাক্ষর
পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের
স্বাক্ষর ও তারিখ

(এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিজে জব্দ তালিকা প্রস্তুত না করলে ''আমার নির্দেশে/ উপস্থিতিতে/ সম্মুখে জব্দ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে''- মর্মে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রত্যয়ন করতে হবে)

**নমুনা ফর্ম -৯**

**সাজা পরোয়ানা**

**এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কারাদন্ড বা জরিমানার জন্য কয়েদের পরোয়ানা**

প্রাপক

তত্ত্বাবধায়ক....................................................জেল/ সাবজেল

যেহেতু ২০.....................সালের..........................তারিখের রায়ে ২০.................... সালের ..............................নম্বর মামলার আসামী (নাম) ................................ আমার সমক্ষে *......................... অপরাধে** ................................... দোষী সাব্যস্ত হইয়া ....... ..................................................... দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে;

সেহেতু উক্ত তত্ত্বাবধায়ক ........................................................................-কে

এতদ্দ্বারা এই ক্ষমতা ও নির্দেশ প্রদান করা যাইতেছে যে, আপনি এই পরোয়ানাসহ উক্ত আসামী........................................................................................................ –কে আপনার জেল হেফাজতে রাখিবেন এবং সেখানে আইন অনুসারে উক্ত দণ্ড কার্যকর করিবেন।

আমার স্বাক্ষরে এবং আদালতের সিলমোহরে ................ সালের..................মাসের ..........................................তারিখে এই পরোয়ানা প্রদান করা হইল।

(আদালতের সিলমোহর) (এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর ও তারিখ)

---

* আইন

** আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা

e/tmtgt-2013/14-2188Kg(im-13)—6,000 eB, 2013|